ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 December, 2023 ■ আগরতলা ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশ্ব এইড্‌স দিবসের অনুষ্ঠানে

রাজ্যে এইড্‌স আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। জনসচেতনতাই হচ্ছে এইডস রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। আজ উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে ও ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস সেলের সহযোগিতায় আয়োজিত এই র‍্যালির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি বলেন, এইডস প্রতিরোধে প্রচারমূলক অভিযান নিয়মিত সংগঠিত করতে হবে। প্রতিবছরই ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব এইডস দিবসের এবারের ভাবনা হল 'লেট কমিউনিটিস লিড'। অর্থাৎ এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেওয়া। এদিন তিনি আরও বলেন, এইডস রোগ মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে যারা এই রোগে আক্রান্ত হন তাদের পরিণতি ভয়াবহ হয়। তাই এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে সচেতন থাকতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, চলতি বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যে মোট এইচআইভি / এইডস আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে ৫,২৬৯ জন। এরমধ্যে মহিলার সংখ্যা ১,০২২ জন, পুরুষের সংখ্যা ৪২৪৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১ জন। এরমধ্যে ৫৭৫ জন ছাত্রছাত্রীও রয়েছে।

তাঁর কথায়, এইডস রোগ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সেলিং ও টেস্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কাউন্সেলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের ২৪টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। তাছাড়াও ১৩৩টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার এবং ৩টি পিপিপি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। একটি ভ্রাম্যমান ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং ভ্যানও কাজ করছে। মা থেকে শিশুতে এইচআইভি এইডস সংক্রমণ রোধে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে প্রিভেনশান অব পেরেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার (পিপিটিসিটি) চালু করা হয়েছে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, এইডস রোগ সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করতে আজকের এই র‍্যালি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে

অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরে ৫৩ টি বিভিন্ন পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি জানান, এই ৫৩টি পদের মধ্যে অর্থ দপ্তরের অধীনে ২৩টি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিসটেন্ট গ্রুপ-সি পদ রয়েছে। পদগুলি টিপিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। তাছাড়াও অর্থদপ্তরে ১০টি এলডিসির শূন্য পদেও নিয়োগ করা হবে। এগুলিও টিপিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরে ১০জন টেম্পোরারি ডেন্টাল টেকনেশিয়ান ও ১০জন টেম্পোরারি ডেন্টাল হাইজেনিস্ট পদে নিয়োগ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলি হল মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে রাজ্যে আরও নতুন করে ১৯ হাজার ৭৯৬ জনকে স্মার্টফোন প্রদান করা হবে। এরজন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ২৮ হাজার ৭৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। নতুন করে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও ১৯ হাজার ৭৯৬ জনকে স্মার্টফোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই স্মার্টফোন রাজ্যের সরকারি কলেজে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ লাখ টাকার সামগ্রী সহ ৭ চোরকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। আবারো বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। সাম্প্রতিক কালে চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস সহ সাত চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায়। এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন জায়গায় চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি বিশেষ টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এই অভিযানের মাধ্যমে দু-তিন দফায় বেশ কয়েকজন চোরকেও আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। গত ২৯ নভেম্বর তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের নাম, সুজিত দাস, ঝুমন মিঞা, অন্তর দেববর্মা। পরবর্তী সময়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে আরও ৪জন অভিযুক্তের নাম উঠে আসে। পুলিশ তাদের আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রোগীদের সার্বিক সুবিধা প্রদানের জন্য রাজ্যের অন্যতম প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসার জন্য শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে ১৪১৩ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এরমধ্যে হাসপাতালের সাতটি সুপার স্পেশালিটি বিভাগের জন্য ১৪০টি শয্যা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আজ সামাজিক মাধ্যমে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। তিনি বলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যপরিকাঠামো সুদৃঢ় করতে সরকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

চুরির অভিযোগে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক চোরকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা আজাদ আলীর বাড়ি থেকে গত মাসের ২৫ তারিখ রাত্রিবেলা একটি কোদাল, একটি বাইসাইকেল সহ বেশ কিছু কাপড় চুরি হয়ে যায়। উনার বাড়ি থেকে উনি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর উনার জিনিসগুলি খুঁজে না পেয়ে একপ্রকার চিন্তিত হয়ে পড়েন আজাদ আলী। গত মাসের ২৭ তারিখ উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য মেলাঘরে

ঘর থেকে উদ্ধার বাবা-মা-মেয়ের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় মেলাঘর ঠাকুরপাড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনা আত্মহত্যা না কি খুন তা এখনও জানা যায় নি।আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর ঠাকুরপাড়া স্কুলের বাসিন্দা চিন্তাহরণ পালের (৭০) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একই ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী প্রতিমা পাল(৫০) ও মেয়ে মনিকা পাল (২০)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি পেশায় মৃৎশিল্পী হলেও বর্তমানে ঠাকুরপাড়া স্কুলে মিড-ডে-মিলের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা পালও এই কাজে সাহায্য করেন। সুযোগ পেলে বাড়িতে মূর্তিও তৈরি করেন তাঁরা।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ সকালে চিন্তাহরণ পাল স্কুলে না আসায় একজন সহকর্মী বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দরজা না খোলায় পাশের বাড়ির লোকজন আসেন এবং দরজা খুলেন। তখনই এলাকাবাসীরা দেখা পান মা, বাবা ও মেয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তান বিক্রি নিয়ে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে মন্ত্রী, নিন্দা জানাল কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। তথ্য জালিয়াতির মাধ্যমে এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে মন্ত্রী রতনলাল নাথের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। এমনভাবেই কড়া ভাষায় মন্ত্রীর তীব্র নিন্দা করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

দলের রাজ্য সভাপতি আশিস সাহা তার দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, 'প্রদেশ কংগ্রেস আশা করেছিল এক পিতার সন্তান বিক্রির ঘটনা সরকারিভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর একজন বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা হিসাবে, রতনবাবু হয়তো তার দেওয়া রেগার মিথ্যা তথ্য এবং সন্তান বিক্রির ঘটনার অস্বীকারের বিবৃতি ক্ষমা চেয়ে প্রত্যাহার করে নেবেন।' কিন্তু তা না করে তিনি আবারো করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকরার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

আশীষ সাহা আরো বলেন, এখন অব্দি রেগার কর্মদিবস গড়ে ৩৭ দিন এবং তা সরকারি পোর্টালে দেওয়া তথ্য। তাই সে বিষয়ে আলোচনার পথে হাঁটেন নি মন্ত্রী। শুধু মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এর তথ্য তুলে ধরলেন রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ কি শুধু মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নাকি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজভবনে নাগাল্যান্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজভবনে আজ সন্ধ্যায় নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজভবনের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট এণ্ড জয়েন সেক্রেটারি শিমুল দাস। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের গঠন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরম্পরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাকী ৩ রাজ্যে ভোটের হার বাড়বে

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠন করবে ভাজপা ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভালো ফলাফল করবে বিজেপি। আজ এক দলীয় বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি আশা ব্যক্ত করেন রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে ভাজপা সরকার গঠন করবে। বাকি তিনটি রাজ্যেও বিজেপির ভোটের হার বাড়বে। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর মানুষের আস্থা রয়েছে। মানুষ দুহাত তুলে সমর্থন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যে লোকসভার দুটি আসন যাতে কোনোভাবেই হাত ছাড়া না হয় সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে দল।

শুক্রবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের পৌরহিত্যে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন জেলা ও মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিনের বৈঠক। প্রদেশ সভাপতি জানান, দুর্গাপূজার পর জেলা ও মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে এদিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০▫ সংখ্যা ৫৭ ▫২ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ▫ ১৫ অগ্রহায়ণ ▫শনিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এইডস দিবসের ভাবনা

জনসচেতনতাই হইতেছে এইডস রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।এইডস প্রতিরোধে প্রচারমূলক অভিযান নিয়মিত সংগঠিত করিতে হইবে। প্রতিবছরই ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব এইডস দিবসের এবারের ভাবনা হইল 'লেট কমিউনিটিস লিড'। অর্থাৎ এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেওয়া।

এইডস রোগ মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হন তাহাদের পরিণতি ভয়াবহ হয়। তাই এই রোগ থেকে রক্ষা পাইতে হইলে সচেতন থাকিতে

হইবে।চলতি বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যে মোট এইচআইভি / এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৫,২৬৯ জন। এরমধ্যে মহিলার সংখ্যা ১,০২২ জন, পুরুষের সংখ্যা ৪২৪৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১ জন। এরমধ্যে ৫৭৫ জন ছাত্রছাত্রীও রহিয়াছে। এইডস রোগ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সেলিং ও টেস্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কাউন্সেলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের ২৪টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার রহিয়াছে। তাছাড়াও ১৩৩টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার এবং ৩টি পিপিপি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেন্টার রহিয়াছে। একটি ভ্রাম্যমান ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং ও টেস্টিং ভ্যানও কাজ করিতেছে। গোটা বিশ্বে এইডস এক ভয়ঙ্কর মারুন ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেনি। এই রাজ্যে এইডস ছড়ানোর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হইতেছে নেশা। সিরিঞ্জের মাধ্যমে ভয়ংকর নেশা গ্রহণের মধ্য দিয়া এই এইডসের প্রবণতা ত্রিপুরা রাজ্যের মারাত্মকভাবে ছড়াইয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। একেই সিরিঞ্জ দিয়া একাধিক ব্যক্তি ভয়ঙ্কর নেশা গ্রহণ করিবা ফলেই একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে এইচআইভি সংক্রমণ হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবনতা সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন করিবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা

হইলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এজন্য আরো বেশি পরিমানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং মাদক নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। অন্যথায় এই ভয়ংকর নেশা যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করিতে বাধ্য হইবে।

পয়লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের প্রতি, সংবেদনশীল হইতে, এবং এইডস আক্রান্ত হইয়া যাহারা বিগত দিনে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে দিনটি পালিত হয় প্রতি বছর। ২০২১ এর বিশ্ব এইডস দিবসের থিম, বৈষম্য এবং এইডস, দুয়েরই অবসান হোক। এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি, যাহারা সঠিক চিকিৎসা পাইতেছে না, তাঁহাদের মনে রাখিয়াই এই ভাবনা। ১৯৮৭ সালে জেমস ডব্লিউ বান এবং থমাস নেটার এই দিনটি প্রথম পালন করেন। সারা পৃথিবীজুড়িয়াই জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এইডস একটি বিশাল সংকট। এর সঙ্গে লড়াইয়ে সাম্প্রতিক অতীতে অনেকটা পথ এগোলেও ২০২০ সালে করোনার জন্য অনেক লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু -এর পরিসংখ্যান বলে, ১৯৮৮ সাল থেকে সারা পৃথিবীতে ৩ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ এইচআইভি নিয়া বাচিয়া আছেন, মৃত্যু হইয়াছে সাড়ে ৩ কোটি মানুষের।

এইচআইভি সংক্রমণ সারানোর কোনও উপায় এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয়, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, চিকিৎসায় এইচআইভি আক্রান্তদেরও স্বাভাবিক, সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব। শিশু এবং বয়ঃসন্ধি দিয়ে পেরোনো জনসংখ্যার এইচআইভি আক্রান্তদের চিকিৎসার আরও উন্নতির প্রয়োজন। এটাই হোক বিশ্ব এইডস দিবসের ভাবনা।

৪ ডিসেম্বর শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, শনিবার কেন্দ্রের ডাকে সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ৪ ডিসেম্বর, সোমবার। তার আগে শনিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সমস্ত দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে জন্য শনিবার সরকারের তরফে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে।

এবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর থেকে, চলবে আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট কাজের দিন ১৫টি। গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য বিরোধীদের কাছে ইতিমধ্যেই অনুরোধ জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী।

মোদী, মোদী ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল দুবাই, প্রবাসীদের অভ্যর্থনায় আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

দুবাই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দুবাইয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেখানেই প্রবাসী ভারতীয়দের অভ্যর্থনায় আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'দুবাইয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের উষ্ণ অভ্যর্থনায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁদের সমর্থন এবং উৎসাহ আমাদের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও শক্তিশালী বন্ধনের প্রমাণ।'ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুবাইয়ে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে একঝলক দেখার জন্য দুবাইয়ের একটি হোটেলের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই হোটেলে পৌঁছতেই প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৃত্য প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রবাসী ভারতীয়রা "অবকি বার মোদী সরকার" এবং "বন্দে মাতরম" স্লোগান তুলতে থাকেন। শোনা যা "মোদী, মোদী" স্লোগানও।

দূষণ ফের বৃদ্ধি পেল দিল্লিতে; বাতাসের গুনগতমান খারাপই, সমস্যায় প্রাতঃভ্রমণকারীরা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি এখনও দূষণের কবলে, বৃষ্টির পর সামান্য উন্নতি হলেও, শুক্রবার ফের দূষণের কবলে চলে গেল রাজধানী দিল্লি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল ""খুব খারাপ' পর্যায়ে। সকাল আটটা নাগাদ দিল্লির আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৪১২, অশোক বিহারে ৪০৫, জাহাঙ্গীরপুরীতে ৪১১ এবং দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৪০২।ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ৭.০৫, সেই সময় একেবারে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির কর্তব্যপথ, ডিএনডি, বারাপুল্লা এলাকা। দূষণের কারণে সবথেকে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। এদিন সকালে দিল্লির কর্তব্যপথে একজন প্রাতঃ ভ্রমণকারী জানিয়েছেন, 'দূষণ খুব বেশি। এটা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। আমরা সকালে হাঁটার সময় মাস্ক ব্যবহার করছি... আমি একজন প্রবীণ নাগরিক এবং আমি এখানে সকালে হাঁটার জন্য এসেছি। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে।'

ইতিহাসের আলপথ ধরে পাহাড়ি চট্টগ্রামে

সুজয় চৌধুরী

চীনের জিয়ান শহরে দুনিয়ার প্রাচীনতম চা--- পাতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ২০১৬ সালে। কত প্রাচীন, তা আন্দাজ করতে পারেন? দুই হাজার ১০০ বছর! চায়ের ইতিহাস আসলে এমনই পুরোনো, হাজার বছরের। সেই হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের আলপথ ধরে চা এসে পৌঁছেছিল পাহাড়ে ঘেরা চট্টগ্রামে। এখন যেখানে চট্টগ্রাম ক্লাব, লালখান বাজার, টাইগার পাস কিংবা বাটালি হিলব্রিটিশ আমলে সেখানে ছিল ছায়াঘেরা পাহাড়। তখন ছিল না কোনো সুউচ্চ ভবন, যানজটের ভোগান্তি, উড়ালসড়ক। সেসব পাহাড়েই প্রথম চায়ের উৎপাদন শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের মধ্যে চট্টগ্রামেই প্রথম চা উৎপাদন শুরু হয়।

ইতিহাসের এসব খসড়া পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালে বাংলায় চা চাষবিষয়ক তৎকালীন কৃষি বিভাগের এক প্রতিবেদনে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওই বছরের ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম থেকে এ প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব ও আশপাশের পাহাড়ি এলাকার 'পাইওনিয়ার' বাগানের পাতা থেকে এ চা বানানো হতো। পরীক্ষামূলক এ বাগানে আবাদ শুরু হয় ১৮৪০ সালে। অর্থাৎ চারা রোপণের তিন বছরের মাথায় চা-গাছের পাতা থেকে চা তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে আসামে পরীক্ষামূলক প্রথম চা তৈরির ছয় বছরের মাথায় চট্টগ্রামের বাগান থেকে চা তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান ক্লাবটি ছিল পাইওনিয়ার বাগানের ব্যবস্থাপকের বাসা। তবে শহর বড় হতে থাকলে ধীরে ধীরে এ বাগান বিলুপ্ত হয়। চট্টগ্রামে শুরু হলেও চায়ের উৎপাদন এই অঞ্চলে থেমে থাকেনি। এরপর প্রসারিত হয়েছে সিলেট, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলায়। চায়ের সাম্রাজ্যে ব্রিটিশদের গল্প এখন লেখা হচ্ছে নতুনভাবে। কারণ, চায়ের বাজারের আধিপত্য এখন দেশীয় শিল্প গ্রুপের হাতে।

শুরুটা যেভাবে ১৮৪০ সালে তৎকালীন কালেক্টর স্কোনস আসাম থেকে চায়ের বীজ এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে তিনটি চায়না চারা সংগ্রহ করেন। এসব চারা ও বীজ পাইওনিয়ার বাগানে রোপণ করা হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান বাংলাদেশ অংশে প্রথম চা চাষের শুরুটা এ বাগান দিয়েই।

চট্টগ্রাম ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত এ বাগানে চা উৎপাদিত হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে ১৮৭২ সালে পাইওনিয়ার বাগানের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, সে বছর ৬ হাজার ৪০০ পাউন্ড (২ হাজার ৮৮০ কেজি) চা তৈরি হয়। সে সময় বাগানটির ১০ একরে পরিপক্ক চা-গাছ এবং তিন একরে অপরিপক্ক চা-গাছ ছিল। সব মিলিয়ে ওই বছর চট্টগ্রামে ১৩টি বাগানে ১ লাখ ৯৮ হাজার পাউন্ড চা তৈরি হয়। তবে একসময় নগরায়ণের ফলে বাগান এলাকার চেহারা বদলে যায়। হারিয়ে যায় পাহাড়ের ভাঁজে থাকা চা—গাছের সারি। থেমে যায় শ্রমিকের কর্মব্যস্ততা।

চট্টগ্রামে প্রথম চাষ শুরু হলেও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয় সিলেটে। আবার চা চাষের সম্প্রসারণও হয়েছে সেখানে। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ সালে সিলেটে মালিনীছড়া বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, সিলেট'-এ বলা হয়, সিলেটের মালিনীছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে।

বর্তমানে দেশে ১৬৭টি চা-বাগানের ১৩৫টিই বৃহত্তর সিলেটে। চট্টগ্রামে বাগান রয়েছে ২১টি। চা সম্প্রসারণের তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার সমতল এলাকাও।

চাটগাঁর চায়ের সুনাম...

সালটা ১৯১৬। সে বছর জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলেন। সেই চায়ের আয়োজনে মোহিত হয়েছিলেন কবিগুরু।

সেরা চায়ের খোঁজেই কবিগুরু সেই চা-চক্রের প্রসঙ্গ টানা হলো। জাপানি চায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল অনেক আগেই। গুণে---মানে জাপানি চায়ের সুনাম ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের চা-ও কম যায় না। ১৮৭৩ সালে চট্টগ্রামের কৃষি বিভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, পাইওনিয়ার বাগানের চায়ের নমুনা ১৮৬১ সালে লন্ডনে পাঠানো হয়। পরে লন্ডনের মেসার্স টুইনিং অ্যান্ড কোম্পানি ওই নমুনা পরীক্ষা করে 'এ ওয়ান' ক্যাটাগরি, অর্থাৎ খুবই ভালো বলে উল্লেখ করে। ১৮৬১ সালের ১ জুলাই দেওয়া ওই সনদে চায়ের চমৎকার স্বাদ ও পানীয়ের রং উজ্জ্বল বলে উল্লেখ করা হয়।

অবশ্য শুরুতে চট্টগ্রামে চা চাষ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম বলে চা চাষ সম্প্রসারণেও শঙ্কা ছিল। অবহেলার কারণে অনেক চা-বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভেস্তে যায়। এরপরও চট্টগ্রামের উৎপাদিত চায়ের মান স্বীকৃতি দিয়েছিল বিশ্বখ্যাত চা কোম্পানি টুইনিং। এখানেই শেষ নয়। এ স্বীকৃতির ১৬০ বছর পর আবারও স্বীকৃতি মিলেছে চট্টগ্রামের চায়ের। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ নিলাম মৌসুমে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ব্র্যাকের কৈয়াছড়া ডলু বাগানের চা দেশের বাগানগুলোর মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ এ বাগানের চায়ের গড় মান ভালো। একরপ্রতি সর্বোচ্চ ফলনেও বছর তিনেক আগে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ফটিকছড়ির হালদা ভ্যালি চা—বাগান। ২০১৭ সালে হালদা ভ্যালিতে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ৭১৭ কেজি। সে সময় দেশের অন্য চা-বাগানে গড় উৎপাদন ছিল হেক্টরপ্রতি ১ হাজার ৪৭৭ কেজি। এ জন্য সব বাগানকে পেছনে ফেলে চা উৎপাদনে 'সেরা পুরস্কার' পেয়েছিল বাগানটি।

দেশীয়দের আধিপত্য

চায়ের বাজার একসময় ছিল ব্রিটিশদের হাতে। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। দুই দশকে ব্রিটিশ কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগান ইজারা নিয়ে বিনিয়োগ করেছে দেশীয় শিল্প গ্রুপগুলো। তালিকায় ১৮টি শিল্প গ্রুপের নাম রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাগানের সংস্কার যেমন করেছে, তেমনি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনেও বিনিয়োগ করেছে। এতেই মিলেছে সাফল্য।

চা বোর্ডও দুই দশকে নতুন নতুন প্রকল্প নিয়েছে। চা চাষের আওতা বাড়াতে তদারকি বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্র চাষি ও নতুন উদ্যোক্তাদের চা চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে দেড় শ বছরের বেশি সময় ধরে চা উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু সিলেট-চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে চা চাষের বিস্তার ঘটেছে উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য জেলায়। চা উৎপাদনের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দুই দশক আগে ২০০০ সালে স্টারলিং কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলোর হাত ধরে উৎপাদিত হয় মোট উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ চা। গত বছর তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯ শতাংশ। আর ধারাবাহিকভাবে বেড়ে দেশীয় কোম্পানিগুলোর হাতে এখন উৎপাদিত হচ্ছে ৮১ শতাংশ চা। দুই দশক আগে এই পরিবর্তন শুরু হলেও তাতে গতি পায় যুক্তরাজ্যের জেমস ফিনলে লিমিটেডের চা-বাগান হস্তান্তরের ঘটনার পর। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত সোয়ার গ্রুপ ফিনলে লিমিটেডকে অধিগ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশের ব্যবসায় মুনাফা না দেখে ২০০৫

সালে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০০৬ সালের মার্চে ব্রিটিশ এই কোম্পানির হাতে থাকা ৩৯ হাজার ১১২ একর বাগানের সব শেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে কিনে নেয় ছয়টি গ্রুপ ও দুই ব্যক্তি। ছয়টি গ্রুপ হলো ইস্পাহানি, উত্তরা গ্রুপ (উত্তরা মোটরস), পেডরোলো, ইস্টকোস্ট, এবিসি গ্রুপ এবং এমজিএইচ গ্রুপ। এর মধ্যে শেষ তিনটি প্রথমবার এই খাতে বিনিয়োগ করেছে।

ফিনলে ছাড়াও গত দুই দশকে চা-বাগান ইজারা নিয়ে যুক্ত হয়েছে এ কে খান, আকিজ, স্কয়ার, সিটি, টিকে, ওরিয়ন, কাজী অ্যান্ড কাজী (জেমকন), ইউনাইটেড গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপ এবং প্যারাগন গ্রুপের মতো শিল্প গ্রুপ। বৈশ্বিক পারফিউম ব্র্যান্ড আল হারামাইন পারফিউমস গ্রুপ, পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান হা-মীম ও ভিয়েলাটেক্স গ্রুপও আছে এই তালিকায়। এ ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ব্র্যাক'ও বিনিয়োগ করেছে চা খাতে। চা বোর্ড জানাচ্ছে, চা উৎপাদনের ভরা মৌসুম ধরা হয় জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসকে। এ সময় প্রতি মাসে এক কোটি কেজির বেশি চা উৎপাদিত হয়। ২০১৮ সালে দেশে চা উৎপাদন হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ কেজি, ২০১৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লাখ কেজি, ২০২০ সালে ৮ কোটি ৬৩ লাখ কেজি, ২০২১ সালে ৯ কোটি ৩৮ লাখ এবং গত বছর উৎপাদন হয় ৯ কোটি ৩৮ লাখ কেজি চা। হালদা ভ্যালির সাফল্য চট্টগ্রামে চায়ের কথা এলেই হালদা ভ্যালির নাম সবার ওপরে থাকে। ফটিকছড়ি উপজেলার শেষ প্রান্তে নারায়ণহাট ইউনিয়নে এ বাগান অবস্থিত। চায়ের ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া শতবর্ষী এই বাগানের সাফল্যের কথা এখন সবার মুখে মুখে। ইতিমধ্যে চা উৎপাদনে সেরা পুরস্কার পেয়েছে তারা। ২০০৩ সালে এক বন্ধুর পরামর্শে হালদা ভ্যালি ইজারা নেন পানির পাম্প বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান পেডরোলো এনকে লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাদের খান। বাগানটি ১৯০৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ছয়টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাত ঘুরে সবশেষে আসে পেডরোলো গ্রুপের হাতে। তাঁদের নানা পদক্ষেপে এই বাগানের চেহারা পাল্টে গেছে। প্রথম বছর চা চাষের উপযোগী করে তোলা হয় ১২ একর জায়গা। তাতে রোপণ করা হয় সাড়ে ৭২ হাজার চারাগাছ। তবে পানির অভাবে এক বছরের মাথায় মারা যায় অর্ধেক চা-গাছ। গাছ বাঁচাতে হাসপাতালে ব্যবহৃত স্যালাইনের প্যাকেটে পানি ভরে প্রতিটি গাছের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই থাইল্যান্ডে একটি ফলের বাগানে সেচব্যবস্থা অনুসরণ করে ২০০৭ সালে হালদা ভ্যালিতে চালু হয় স্থায়ী সেচব্যবস্থা। এরপরই বাড়তে থাকে উৎপাদন। বাড়তে থাকে চায়ের মান।

অভিভাবকেরও দায় নেই কি

দিদিমণি ক্লাসে যান। ক্লাস করান। ফিরে আসেন। আগে ক্লাস থেকে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। এখন আর করেন না। এখন শুধু চক ডাস্টার রেখে বিষণ্ণ ভাবে বসে পড়েন। বিষণ্ণতার কারণ, অধিকাংশ দিনই শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ-ছয় জন। কোনও কোনও দিন আরও কম। কেন? কারণ শিক্ষার্থীদের সমাজ বুঝিয়ে দিয়েছে স্কুলে গিয়ে লাভ নেই।

"বাড়ির স্যর"-এর কাছে পড়তে যেতে হবে। এমনকি বাড়িতে বসেও পড়া যায়। স্কুলে যাওয়া মানে "সময় নষ্ট"।

স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে সমালোচনার অধ্যায় বিরাট। শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকের অনাচার ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা, লেখালিখি। এ দিকে বীক্ষণ যন্ত্রের মুখটা যদি শিক্ষক, সরকার বা শিখন-শিক্ষণ তত্ত্বের দিকে বেশির ভাগ সময় ঘুরে থাকে, এই সত্যটি তার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায় যে স্কুলের প্রতি ছাত্র, অভিভাবক এবং বৃহত্তর সমাজেরও কিছু দায় থাকে। সেই দায়টুকু স্বীকৃতি না পেলে শুধুই সমালোচনা হয়, পরিবর্তনের দিশা পাওয়া যায় না। সব স্কুল শিক্ষক-শূন্য নয়, সব শিক্ষক ফাঁকিবাজ নন, সব শিক্ষক "বাড়ির স্যর" হন না, সব শিক্ষক "অত্যাচারী"ও নন। কিন্তু সেই সব শিক্ষাদরদি শিক্ষক-শিক্ষিকাও কি নিশ্চিন্তে শিক্ষাদান করতে পারবেন, যদি শিক্ষার্থী ও তার পরিপার্শ্ব স্কুলের পাশে সমানুভূতি নিয়ে না দাঁড়ায়? নেতিবাচক নানা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থীর তরফ থেকে নিয়মানুবর্তিতা, মনোযোগ, শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা-ভালবাসা না থাকলে শিক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সম্প্রতি কলকাতার এক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, স্কুল চলাকালীন সেই স্কুলের ইউনিফর্ম পরে ছাত্রছাত্রীরা যেন নিকটবর্তী মল-এ অভিভাবকের সঙ্গ ছাড়া না যায়। কারণ তারা স্কুলের পোশাকে সেখানে উপস্থিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করছিল বলে অভিযোগ আসছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, স্কুলের পোশাক, স্কুলের সম্মান ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষার্থীকে স্কুল নিজেই কেন সচেতন করতে পারেনি? কেন এই কাজের জন্য তাঁদের চিঠি লিখে অভিভাবকদের জানাতে হচ্ছে? এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার না করেও বলতে হবে স্কুলশিক্ষায় কিন্তু অভিভাবকেরও অংশ থাকে। শিক্ষক-ছাত্র-সমাজ এই ত্রিভুজের একটি ভুজ দুর্বল হলেই শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে আর সেই ভাঙনের অবশেষে শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষার্থীও চাপা পড়ে যায়। এই পত্রলিখন প্রচেষ্টার আগে স্কুল কি ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করেনি? সে সচেতনতার বার্তায় কি সাড়া মিলেছিল?

শারীরিক বা মানসিক ভাবে শিক্ষার্থীকে আঘাত করা গুরুতর অন্যায়। শাসন-এর নামে নিপীড়নের ইতিহাস সত্যিই দীর্ঘ। কিন্তু বাড়াবাড়ির ভয়ে শাসন থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকার সঙ্কটও কম নয়। শাসন করতে গেলে প্রথমেই তাঁদের অভিভাবকদের রোষে পড়তে হয়। আজকাল লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক উতাহদান চলে "কন্যাশ্রী", "সবুজসাথী" তো আছেই, পোশাক, খাতাবই, ট্যাব ইত্যাদিও আছে। এই সব কিছুর সঙ্গে শিক্ষা, বিনয়, নিয়মানুবর্তিতার মতো ইতিবাচক গুণগুলিও কি তার অর্জন করার কথা নয়?

অথচ ফাঁকা ক্লাসরুম সমানেই একাদশ-দ্বাদশ থেকে ক্রমশ সপ্তম-অষ্টমে নেমে আসবে। ছাত্রছাত্রীরা হয় আসবে না, অথবা ইউনিফর্ম পরেই স্কুলের বাইরে ঘুরবে। দিদিমণি "প্রোজেক্ট" জমা নিতে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে বেড়াবেন, অভিভাবকের বাড়িতে ফোন করবেন। সরকার নির্দেশিত উপস্থিতির ধারকাছেও থাকবে না শিক্ষার্থীরা। অভিভাবক সন্তানের পক্ষেই দাঁড়াবেন। তিনি ভুলে যাবেন, স্কুলজীবনে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করতে গিয়ে তার ভবিষ্যতজীবনের কত বড় ক্ষতি তিনি নিজেই করলেন।

সংবিধান দিক না দিক, "শিক্ষার অধিকার" সকলের আছে। যে ছাত্র নিয়মানুবর্তী নয়, এমনকি যে স্কুলকে সম্মানের চোখেই দেখে না, স্কুলের সমস্ত দরজা তার জন্যও খোলা রাখতে হবে। তার উপলব্ধিগত ব্যর্থতার দায় শিক্ষকের উপরেও সমান ভাবে বর্তায়। কিন্তু এই ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টায় অভিভাবকরা কি শিক্ষকদের সহযোগিতা করেন? শুধু ইউনিফর্ম নয়, স্কুলের নির্দিষ্ট আচরণবিধি, মিড-ডে মিল ব্যবস্থা, এই সব কিছুই শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর সমাজের নাগরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। সরকার তাদের একই রকম পোশাক বা অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠায় এই কারণে যে, তাদের মধ্যে যেন সব দিক দিয়ে সাম্য ভাব বজায় থাকে। ছাত্রছাত্রীরা যদি এই দর্শনটি না-ও বোঝে, অভিভাবকের তো তা বোঝা উচিত!

শাসন-এর রক্তচক্ষু দ্বারা ছাত্রছাত্রীকে যেমন স্কুল থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া চলে না, সোহাগ-এর বল্গাহীন স্বাধীনতা দিয়েও ছাত্রছাত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা-কে অফুরন্ত প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এই দুইয়ের আনুপাতিক হার যথাযথ রাখার জন্য শিক্ষক এবং অভিভাবক, দু'পক্ষকেই সমান উদ্যোগী হতে হবে। সেই পরিবেশ গঠন করতে হবে যেখানে শিক্ষকরা খোলা মনে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী হন, আর সেই সাধু উদ্যোগের প্রতি অভিভাবক তথা সমাজ সমর্থন এবং সহযোগিতা জানান।

অভিভাবকদের জন্যও শিক্ষা দফতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে না? সন্তানের আচরণকে স্কুলে এবং তার বাইরেও ইতিবাচক দিকে পরিচালনা করতে এমন প্রশিক্ষণ কিন্তু আবশ্যক হয়ে পড়ছে।

উন্নয়নের সড়ক এমনই নিষ্ঠুর

টিভি দেখে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম মঙ্গলবার রাতে। তার আগে দমবন্ধ উত্তেজনায় বসে থাকা। পারবেন তো ওঁরা? ট্রলিতে চেপে এক-এক করে বেরিয়ে এলেন ৪১ জন, হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাত নাড়ছেন। দমচাপা পাথরটা বুক থেকে নেমে গেল। অগার মেশিন বনাম শ্রমিকের হাতুড়ি, মানুষ বনাম যন্ত্র সবই মনে হচ্ছে বাতুলতা।

এত দিন ভূগর্ভের অন্ধকারে থেকেও যাঁরা মনোবল হারান না, তাঁদের অভিনন্দনের ভাষা নেই। ভোটের বাজারে কোনও বিশ্বগুরু ও তাঁর চেলারা এই ঘটনাকে সাফল্য ভেবে কায়দা করে জয়ঢাক পেটাবেন কি না, সে সব ভাবতেও ইচ্ছা করছে না। একাধিক বার হেঁটে, ঘোড়ার পিঠে দেবভূমিতে গিয়েছি। তাই জানি, এই দমবন্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির কোনও দরকার ছিল না।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার জের, বিজেপি বিধায়কদের তলব লালবাজারে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগে রীতিমতো বিপাকে বিজেপি বিধায়করা। তদন্তে নেমেই গেরুয়া শিবিরের বিধায়কদের তলব করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। আগামী সোমবার পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বুধবার বিকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য বিধানসভা। বিআর আম্বেদকরের মূর্তির নিচে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি চলছিল। উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় হাজির হন।

তৃণমূলের ধরনার কাছেই পালটা ধরনা শুরু করেন তাঁরা। 'চোর, চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। এরই মধ্যে ধরনাস্থলে জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে তৃণমূল। অভিযোগ, ওই জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীনও নিজেদের মতো স্লোগান দেওয়া চালিয়ে যায় বিজেপি। জাতীয় সঙ্গীতের সময়ে উঠে না দাঁড়ানোয় বিজেপির ১২ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর হয়েছে। কারণ, তাঁরা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করেছেন বলে অভিযোগ।

মোট ১২ জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ এনে প্রথমে স্পিকারের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। পরে অভিযোগ দায়ের করা হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। হেয়ার স্ট্রিট থানা মোট ১১ জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। আদালতের বাধা থাকায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়নি। তৃণমূলের বক্তব্য, "জাতীয় সংগীতের অবমাননা করে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের ক্ষমা চাইতে হবে।"

হেয়ার স্ট্রিট থানা থেকে ওই মামলার তদন্তভার গিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে। তদন্তে নেমেই আগামী সোমবার ৫ বিজেপি বিধায়ককে তলব করেছে লালবাজার। পরে বাকি বিজেপি বিধায়কদেরও তলব করা হতে পারে। শুধু তাই নয়, আইনি বাধা পেরিয়ে কীভাবে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়, সেটা নিয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু করছেন লালবাজারের কর্তারা। প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে পুলিশ।

এদিকে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বিজেপি বিধায়করা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করেছেন বলে অভিযোগ তুলে লালবাজারে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে আরও একটি এফআইআর দায়ের করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানা।

ডালখোলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিক্ষকের, জখম ২

ডালখোলা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিক্ষকের। শুক্রবার দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন দুই বাইক আরোহী। যা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ওয়াকিবহাল মহলে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অজিত মাহাতো। তিনি পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এদিন সকালে ডালখোলা থানার ভুররী এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুই বাইক আরোহী। তাঁদের উদ্ধার করে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে অন্যত্র রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান অজিত। দুর্ঘটনায় জখম অপর জন বিহারের বাইসি থানার চিড়াইয়া এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ কানন। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দ্বিতীয় দিনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ পর্যটন কেন্দ্রে হালকা তুষারপাত

শ্রীনগর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ পর্যটন কেন্দ্রে শুক্রবার হালকা তুষারপাত লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও আবহাওয়া দফতর উঁচু অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতির পূর্বাভাস দিয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গ, মধ্য কাশ্মীরের সোনমার্গ এবং অন্যান্য উঁচু অঞ্চলে তুষারপাত হলেও শুক্রবার সকালে গান্ডারবাল জেলার সোনমার্গে হালকা তুষারপাত হয়েছিল বলে আবহাওয়া আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

আবহাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, সোনমার্গ এবং আশেপাশের এলাকায় হালকা তুষারপাত সহ অনেক জায়গা আংশিক মেঘলা ছিল। তবে বেশিরভাগ জায়গায় বিকেলের দিকে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং আবহাওয়া আরও শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আংশিক মেঘলা আবহাওয়া থাকবে এবং ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশিরভাগ স্থানে মেঘলা আবহাওয়া থাকবে। তিনি বলেন, এই সময়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি কমবে। এদিকে, উপত্যকার অনেক জায়গায় রাতের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং গুলমার্গই একমাত্র আবহাওয়া কেন্দ্র যেখানে বৃহস্পতিবার রাতে পারদ হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছিল।

এই সময়ে, শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কাজিগুন্ডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পাহালগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কংগ্রেসে ১০ বছরের মধ্যে ৫০ু মহিলা মুখ্যমন্ত্রী : রাহুল গান্ধী

কোচি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দলের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে সক্রিয়ভাবে মহিলাদের উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই আগামী ১০ বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। শুক্রবার কেরল মহিলা কংগ্রেসের সম্মেলন "উৎসাহ"-এর উদ্বোধন করে, একথা বলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

ওয়ানাডের সাংসদ আরও বলেন, তাঁর দলে অনেক মহিলা নেত্রী রয়েছে যারা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য উপযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন তা তাদের মধ্যে রয়েছে। কংগ্রেস নেতা এদিন আরও বলেন, এর আগে আমি আলোচনা করছিলাম যে আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। এখন আমি ভেবেছি যে কংগ্রেস পার্টির জন্য একটি ভাল লক্ষ্য হবে আজ থেকে ১০ বছরে, ৫০ শতাংশ মহিলাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন। তাহলেই আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে। আজ আমাদের একজনও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই। কিন্তু আমি জানি কংগ্রেস পার্টিতে অনেক মহিলা আছেন যাদের খুব ভাল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গুণ রয়েছে।

কংগ্রেস নেতা এদিন আরএসএসকে আক্রমণ করে বলেন, এই দলটি 'শুধুমাত্র একটি পুরুষ সংগঠন'।

আমি মনে করি মহিলারা অনেক দিক দিয়েই পুরুষদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের ধৈর্য্য পুরুষের চেয়ে বেশি। তাদের পুরুষদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি রয়েছে। তাঁরা পুরুষদের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং সহানুভূতিশীল। মহিলাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা আরএসএস-এর আদর্শের অংশ নয় বলেও এদিন রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন।

সরকারি কর্মীদের বড় ধাক্কা, সুপ্রিম কোর্টে ডি এ মামলায় নয়া মোড়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিএ নিয়ে রাজ্য এবং রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশের টানাপোড়েন তুঙ্গে। আপাতত এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। মামলাটির দ্রুত শুনানির যে আর্জি করা হয়েছিল, তা খারিজ হয়ে গেল সর্বোচ্চ আদালতে।

এই আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আন্দোলনরত সরকারি কর্মীরা। কিন্তু, শুক্রবার তা খারিজ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (স্যাট)-এ জয় হয়েছিল তাঁদের। এরপর মামলাটি গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০২২ সালের ২০ মে রাজ্য সরকারি কর্মীদের পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এই মামলা পুনর্বিবেচনা করার আর্জি নিয়ে ফের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিল রাজ্য।

ফের আদালতের নির্দেশের জেরে বিজেপির সভা

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে ফের আদালতের নির্দেশের জেরে বিজেপির সভা হতে চলেছে। ২ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে সভার ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। আর তার অনুমতি নিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার খেজুরির সভাযর অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে বিচারপতির প্রশ্ন, সবসময় কেন বিরোধী দলকে অনুমতির জন্য আদালতে আসতে হবে ?

সভায় উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুপুর ২ থেকে বিকেল ৫ পর্যন্ত সভা হবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে বলে নির্দেশ দেয় আদালত। যেমন - শব্দ বিধি মেনে শান্তিপূর্ণ সভা করতে হবে, নির্দেশ আদালতের এবং কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না।

২ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে সভার ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এর জন্য আগেভাগেই জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয় বলে দাবি করে বিজেপি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এমনকী আবেদন খারিজ করার কথাও জানানো হয়নি বলে দাবি গেরুয়া শিবির। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, শাসক দল কি কর্মসূচির ১৫ দিন আগে পুলিশকে জানায়? সবসময় কেন বিরোধী দলকে অনুমতির জন্য আদালতে আসতে হবে? রাজ্যকে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেন, "মঞ্চের আয়তন জানতে চাইছেন কেন ?...শেষবার যখন শাসক দল সভা করেছিল তখন মঞ্চের আয়তন জানতে চেয়েছিলেন ?"এর আগে ২৯ নভেম্বর, ধর্মতলায় অমিত শাহর সভা করার জন্যও প্রাথমিকভাবে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তারপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। গত ২৪ নভেম্বর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বিজেপির সভায় অনুমতি দেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। অনুমতি দেওয়া নিয়ে রাজ্যের আপত্তি খারিজ তো হয়ই, উল্টে ধর্মতলায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন প্রধান বিচারপতি। এরপর ২৯ তারিখ বিজেপির সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পরিকাঠামোর ওপর ভারতের মনোনিবেশ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, পূর্ণতাও দিচ্ছে : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরিকাঠামোর ওপর ভারতের মনোনিবেশ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, পূর্ণতাও দিচ্ছে। বললেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে তৃতীয় ইন্ডিয়া ডেট ক্যাপিটাল মার্কেট সামিট ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, সরকার এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিনিয়োগ দেশের পরিকাঠামোগত সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং এই অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৭.৬ শতাংশে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি। মন্ত্রী বলেন, স্টক মার্কেটও প্রথমবারের মতো চার ট্রিলিয়ন ছুঁয়েছে এবং ভারতের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ব বাজারের মধ্যে বিশাল সুযোগ রয়েছে।

তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ঘূর্ণিঝড়ের "কমলা সতর্কতা", পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বৈঠক করলেন স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর উপকূলীয় তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকালের বাসিন্দাদের জন্য আগামী ৩ ডিসেম্বর অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত (২০৪.৪ মিমি-এর উপরে) এবং ৪ ডিসেম্বর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা-সহ "কমলা" সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার দুপুরে চেন্নাইয়ের আবহাওয়া দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল এস বালাচন্দ্রণ বলেছেন, 'সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলটি শুক্রবার সকালে নিম্নচাপে ঘনীভূত হয়েছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব উপসাগরের উপরে এবং চেন্নাইয়ের দক্ষিণ-পূর্ব থেকে প্রায় ৭৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখন এই সিস্টেমটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আগামীকাল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এটি একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে এবং এটি ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে চেন্নাই এবং মাছিলিপত্তমের মধ্যে অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপটি শক্তিশালী হওয়ার কারণে, নাগাপট্টিনম এবং কারাইকাল-সহ ৯টি বন্দরে বিশেষ খাঁচা বসানো হয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন ঘূর্ণিঝড়-এর আগে প্রস্তুতি নিয়ে ১২টি জেলার কালেক্টর এবং আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।

প্রাথমিক মামলায় সিবিআই, ইডির সমন্বয়ের 'অভাবে' ক্ষুব্ধ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ইডি-সিবিআইয়ের সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সিবিআইকে ইডির সঙ্গে কথা বলে চার্জশিট তৈরি করতে বলেছেন তিনি। জানিয়েছেন, এই প্রাথমিক মামলার পরিণতিও অতীতের সারদা মামলার মতো হয়ে যাক, তা তিনি চান না। আর তদন্তকারী সংস্থাকেই তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক মামলায় এর আগে একটি চার্জশিট তৈরি করেছিল সিবিআই। তাদের বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) প্রধান অশ্বিন শেণভি জানান, দ্বিতীয় চার্জশিট তৈরি করা হবে শীঘ্রই। তখনই বিচারপতি ইডির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জানান, ইডির সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ রাখেনি সিবিআই। তাই চার্জশিটে প্রাথমিক মামলার সব অভিযুক্তের নাম নেই। অবিলম্বে ইডির সঙ্গে সিবিআইকে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, সিবিআই শুক্রবারই ইডির সঙ্গে প্রাথমিক মামলার অভিযুক্তদের বিষয়ে আলোচনা করবে। কী পদক্ষেপ করা হল, তা আগামী শুনানিতে জানাতে হবে আদালতকে। আগামী ২১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

মলয় ঘটকের লেনদেন তথ্য চেয়ে ব্যাঙ্ককে চিঠি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): কয়লা পাচারকাণ্ডে এবার মন্ত্রী মলয় ঘটকের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে নজর সিবিআই গোয়েন্দাদের। কলকাতার একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে চিঠি পাঠাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্য ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মিলিয়ে মোট ৫ টি অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়েছে সিবিআই। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাঙ্ককে নথি জমা দিতে বলেছে সিবিআই। অ্যাকাউন্টগুলি খোলার সময় কী কী নথি জমা দেওয়া হয়েছিল তাও জানতে চেয়েছে সিবিআই।

কয়লা পাচার মামলায় দীর্ঘদিন ধরে সিবিআই ও ইডির নজরে মলয় ঘটক। বহুবার তাঁকে সমন পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর বাড়ি, অফিসে তল্লাশিও চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সময় বেশকিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেছিল তাঁরা। ইডির অভিযোগ ছিল, বারবার হাজিরা এড়িয়েছেন মলয় ঘটক। এমনকী, রক্ষাকবচের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিলেন। হাজিরা দিয়েছিলেন মাত্র একবার।

এবার মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নজর সিবিআইয়ের। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে ব্যাঙ্কগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সাফ বলা হয়েছে, অ্যাকাউন্ট তৈরির দিন থেকে মলয় ঘটক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের যা লেনদেন হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে ব্যাঙ্কগুলোকে।

পর্ষদ সভাপতিকে হুঁশিয়ারি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর, (হি.স.): পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর! প্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু, এরপর দু'মাস পার হয়ে গেলেও সেই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শুক্রবার এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। চার ঘণ্টার মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিচারপতি।

২০১৪ সালের এক টেট পরীক্ষার্থীর নিয়োগ নিয়ে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। চাকরিপ্রার্থীর নাম পল্লব বারিক। তাঁর আইনজীবী দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, টেট পরীক্ষার্থী পল্লব টেট পাশ করেননি বলে প্রথমে জানিয়েছিল পর্ষদ। কিন্তু গত বছর আবার তারা জানায়, পল্লব টেট পাশ করেছেন। শুধু তা-ই নয় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তিনি। পল্লব নিজের নম্বর জানতে পেরে এর পর চাকরির দাবিতে মামলা করেন কলকাতা হাই কোর্টে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সেই মামলায় নির্দেশ দেন, পল্লবকে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে পর্ষদকে। কিন্তু শুক্রবার মামলাটি আবার তাঁর এজলাসে উঠলে তিনি জানতে পারেন, দু'মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও আদালতের নির্দেশ কার্যকর করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

এ কথা শুনেই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, পর্ষদ কি ইচ্ছে করেই তাঁর নির্দেশ কার্যকর করেনি? তা-ই যদি হয়, তবে তাদের অবিলম্বে অর্থাৎ শুক্রবারই ওই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

বিচারপতি হুঁশিয়ারির দিয়ে বলেন, "চার ঘণ্টার মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে।"

বিকেল ৩টে ২০ মিনিটের মধ্যে আদালতের পূর্ব নির্দেশ মানতে হবে বলেও নির্দিষ্ট করে দেন বিচারপতি। ফলে আদালতের নির্দেশ মানলে, টেট পরীক্ষায় পাশ করা ওই চাকরি প্রার্থীকে দুপুর ৩টে ২০ মিনিটের মধ্যেই প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এর পরে কোর্ট থেকে ওই চাকরিপ্রার্থীকে পর্ষদ অফিসেও পাঠানো হয়।

বেলুড়ে প্লাস্টিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন

হাওড়া, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার বেলুড়ে প্লাস্টিকের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন।

প্লাস্টিকের কারখানাটি বেলুড়ের ৩৩ কাশী মণ্ডল লেনে। এলাকাটি যথেষ্ট জনবসতিপূর্ণ। এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আচমকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দেখা যায়, দাউদাউ করে জ্বলছে প্লাস্টিকের গুদাম। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে।

প্লাস্টিকের গুদাম হওয়ায় দ্রুত গতিতে ছড়াতে থাকে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন আয়ত্তে আনার কাজ। তবে প্রথম দিকে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে আগুন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আগুন আয়ত্তে এসেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

মাথায় গঙ্গাজলের কলসি নিয়ে বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত তিন ধরে বিধানসভায় বি আর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে ধর্না দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়করা। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে ওই ধর্নায় একদিন সামিল হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর ওই ধর্না থেকেই থালা বাজিয়ে স্লোগান উঠেছে, 'মোদী-অমিত দুটোই চোর'।

শুক্রবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ গঙ্গাজল দিয়ে ধুতে নেমে পড়লেন। তাঁর কথায়, 'চোরেরা বসে' ওই স্থান অপবিত্র করেছে। তাই গঙ্গাজল দিয়ে ধুতে হবে। দেখা গেল, মাথায় কলসি নিয়ে শুভেন্দুবাবু গঙ্গা জল ঢালছেন। তারপর গামছা দিয়ে মুছছেন।

এরই পাল্টা হিসাবে বিজেপি শুক্রবার তরজায় নতুন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছে। জানা গিয়েছে, শুভেন্দুর কথা শুনে দলের কেউ পলিথিনের জারে করে গঙ্গার জল আনেন। তার পর পিতলের কলসিতে ভরা হয়। সেই জল দিয়ে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ ধোয়া হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূল-বিজেপির এই তরজা আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। কারণ, লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্থানীয় ভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সুযোগ নিতে চায় বিজেপি।

মহিলা বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতা হাই কোর্টের এক মহিলা বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মামলায় কোনও বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। তবে শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যে এফআইআর দায়ের হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ওই মামলায় এক মাসের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে হবে পুলিশকে। আগামী জানুয়ারি মাসে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত স্টেটাস রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে জমা দিতে হবে।

শুক্রবার রাজ্য ওই তদন্তের ৪৮ পাতার রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দেয়। ওই রিপোর্ট দেখে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, "এই তদন্তে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। তবুও তদন্তের এই পর্যায়ে আমরা কোনও হস্তক্ষেপ করব না। পুলিশকে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে।"

ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি অপরাধের মামলায় অবৈধ ভাবে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ ওঠে কলকাতা হাই কোর্টের এক মহিলা বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে। পেশায় তিনিও আইনজীবী। ৬৪ বছরের এক বিধবা এবং তাঁর মেয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আইনি সংক্রান্ত বিষয়ে খবরাখবর পরিবেশনকারী সংবাদমাধ্যম 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সিআইডিকে 'ভয়ডরহীন' ভাবে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এলভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, কোনও প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হলে সেটাও শীর্ষ আদালতকে জানানোর কথা বলা হয়। তদন্ত শেষ করে ডিসেম্বরের মধ্যে মুখবন্ধ খামে তথ্য পেশের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন দাদা এবং অন্যান্য আত্মীয়। সুপ্রিম কোর্টে ওই বিধবার আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেলকে একাধিক বার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি, বৃদ্ধাকে যে মারধর করা হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে সিসিটিভিতে। এর প্রেক্ষিতে ওই বৃদ্ধা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে দুটি ফৌজদারি অভিযোগ করেন।

দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বই : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বই, সংবিধান প্রণেতারা সকলেই ছিলেন উদগ্র পাঠক। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে সাহিত্য একাডেমি ব

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ২১০০ চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কেই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। আই.ডি.বি.আই অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, ব্যাঙ্কিং অথবা বীমা সেক্টরে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভপদে ২১০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইড্বি অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ায়।

আই. ডি. বি. আই-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-১১-২০২৩-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২১০০-এর মধ্যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গ্রেড-ও পদে ৮০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১২০টি, এসটি'র জন্য ৬০টি, ওবিসি'র জন্য ২১৬টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ৮০টিপদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩২৪টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ৩৬টি শূন্যপদ। এক্সিকিউটিভ সেলস এন্ড অপারেশনস পদে ১৩০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২০০টি, এসটি'র জন্য ৮৬টি, ওবিসি'র জন্য ৩২৬টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ১৩০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫৫৮টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ৫২টি শূন্যপদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ২০০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ২০০টি। সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে আগরতলা কেন্দ্রে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৬ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৭২টি কেন্দ্রে, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রেল মন্ত্রক),**
আসন সংখ্যা ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ড্রাইভার ট্রেইনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইন্সট্রাক্টার, একাউন্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এসোসিয়েট (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৮,২৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর,,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিকিউরিটি স্ক্রিনার (এয়ারপোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৯০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেলওয়ে),**
আসন সংখ্যা ঃ ১৮৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস - স্পোর্টস কোটা (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
আসন সংখ্যা ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

পদের নাম ঃ **ওয়ার্ড সেক্রেটারি (আগরতলা পুর নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে বি.কম পাশ, ডিসিএ বা ও-লেভেল কম্পিউটার পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সার্কেল অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,২৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর,,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান ট্রেনি (পাওয়ার গ্রীড),**
শূন্যপদ ঃ ২০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই ইলেকট্রিক্যাল পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্স (স্টিল অথরিটি হসপিটাল),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
আসন সংখ্যা ঃ ১৬৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদন ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ৮,২৮৩ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৮,২৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিবিএ/ বিসিএ ... গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৮ বছর (ওবিসি, এসসি/এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ডিভের্সী প্রার্থীদের যথারীতি ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক স্থানে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে ৮,২৮৩ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২৩-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকেলগ হিসেবে ৪৯০টি শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। মোট শূন্যপদ ৮,২৮৩টির মধ্যে ৩,৫১৫টি পদ জেনারেল ক্যাটেগরির জন্য, ১২৮৪টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৭৪৮টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১৯১৯টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৮১৭টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিআর/ ২০২৩-২৪/ ২৭। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টি টিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, মার্কেটিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। কোড নম্বর - ৪১। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে নভেম্বর মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোন

পরীক্ষা ছাড়াই ভারতীয় রেলে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলা

যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৮ শ্রমিকের, উপহার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

লখনউ, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ১৭ দিন অন্ধকারে থাকার পর আলোর মুখ দেখেছিলেন, তবুও যেন পুরোপুরি স্বস্তি মিলছিল না। অবশেষে নিজ রাজ্যে ফিরলেন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া উত্তর প্রদেশের ৮ জন শ্রমিক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সকলেই। টানা ১৭ দিন ধরে উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে ছিলেন মোট ৪১ জন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ৮ জন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে লখনউতে এসে পৌঁছন সেই ৮ জন শ্রমিক। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দেখা করেন তাঁদের সকলের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে নিজেদের ভয়াবহ সেই কয়েকটি দিনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন সবাই। সকলকে সাহসিকতার জন্য কুর্নিশ জানান মুখ্যমন্ত্রী। উপহারও তুলে দেন সকলের হাতে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করার প্রাক্কালে সন্তোষ কুমার নামে একজন শ্রমিক জানিয়েছেন, 'আমরা খুব ভালো বোধ করছি, আমরা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি না...আমরা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করব এবং আমরা চমৎকার অনুভব করছি।' মনজিৎ নামে আরও একজন জানিয়েছেন, 'আমি খুব আনন্দ বোধ করছি, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, আমি কখনও ভাবিনি যে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারব, এমনকি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

বন্ধ হয়ে গেল বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগান, কর্মহীন শ্রমিকরা

বানারহাট, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের রিয়াবাড়ি চা বাগান। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বাগানের ১,৫০০ শ্রমিক। শুক্রবার সকালে শ্রমিকরা প্রতিদিনের মতো চা বাগানে কাজে গেলে দেখেন বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ নেই। এরপরই জানতে পারেন বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাগানে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে কি কারণে পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গেল তা নিয়ে শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্বের বক্তব্য, বাগানে বকোয়া, পিএফ নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজের কথা বলে আসছিলেন। শ্রমিকরা মালিকপক্ষের নতুন নিয়ম মানতে চাননি। এনিয়ে ডেপুটি লেবার কমিশনার অফিসে একপ্রস্থ বৈঠক হয়। কিন্তু বাগানে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চলছিল। হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার রাতে বাগান কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে যান। এদিকে কাজ হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বাগানের ১,৫০০ শ্রমিক। যদিও বাগান বন্ধের বিষয়ে চা বাগানের ম্যানেজারকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিলেন বিশ্বনেতারা, সকলের সঙ্গে ফ্যামিলি ফটো তুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

দুবাই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই-এ বিশ্ব জলবায়ু শিখর সম্মেলন কোপ-২৮-এ অংশ নিয়েছেন বিশ্বনেতারা। শুক্রবার সম্মেলনের ভেন্যুতে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট এবং শাসক সেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ফ্যামিলি ফটো তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, কোপ-২৮-এ জর্ডানের মহামান্য রাজা আবদুল্লাহ দ্বিতীয়ের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত। আমাদের আলোচনা সমৃদ্ধ এবং দুই দেশের গভীর-মূল বন্ধুত্বের প্রতিফলন ছিল। আমাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য উন্মুখ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন দুবাইতে নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সঙ্গে দেখা করেছেন। এক্স মাধ্যমে জানান, 'আমার বন্ধু নেদারল্যান্ডসের মার্ক রুটের সঙ্গে ধারনা বিনিময় করা সবসময়ই সতেজ।'

সীমান্ত সুরক্ষিত না হলে, একটি দেশ কখনই উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না : অমিত শাহ

হাজারিবাগ, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবসে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষিত না হলে, একটি দেশ কখনই উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না।' শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে আয়োজিত বিএসএফ-এর ৫৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষিত না হলে, একটি দেশ কখনই উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়েছে। তা সেটি জি-২০-র সফল আয়োজন হোক অথবা চন্দ্রযান-৩, এই সবই সম্ভব কারণ আপনাদের ত্যাগ ও তপস্যায় দেশের সীমান্ত নিরাপদ। বিএসএফ এ দেশের উন্নয়নের মূল।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'বিএসএফ-এর ৫৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি বিএসএফ-এর সমস্ত সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই। গোটা দেশ আমাদের সৈন্যদের জন্য গর্বিত।' অমিত শাহ বলেছেন, 'পাকিস্তান সীমান্ত হোক অথবা বাংলাদেশ সীমান্ত যা বিএসএফ-এর অধীনে আসে, যখনই শত্রুরা পদক্ষেপ করে তখনই একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি হয়, কিন্তু যখন বিএসএফ বলে যে তাঁদের সৈন্যরা উপস্থিত রয়েছে, আমি কোনও টেনশন ছাড়াই শান্তিতে ঘুমাতে পারি। সীমান্তের রক্ষকরা একবার সামনে এসে দাঁড়ালে সীমান্ত নিয়ে কারও মাথাব্যথার দরকার নেই। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি আপনাদের নিয়ে খুব গর্বিত।' অমিত শাহ বলেছেন, 'বামপন্থী চরমপন্থা দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। সিআরপিএফ, আইটিবিপি এবং বিএসএফ চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। আমরা আগামী দিনে দেশকে এর থেকে মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টহল বাড়ানোর কারণে, চরমপন্থীদের সম্পদ কমে গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের কিছু এলাকায় চূড়ান্ত লড়াই বাকি রয়েছে। সেই লড়াইয়েও আমরা জিতব।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'গতকালই আমি বামপন্থী চরমপন্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের পর্যালোচনা করেছি। আজ আমি জানাতে চাই, আমরা দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। সেই দিন আর দূরে নয় যেদিন দেশ সম্পূর্ণরূপে বামপন্থী চরমপন্থা মুক্ত হবে।' অমিত শাহ বলেছেন, 'আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে, বিএসএফ শত্রুদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। বিএসএফ অস্ত্রধারী অনুপ্রবেশকারীদেরও নত করেছে। গত এক বছরে বিএসএফ পাকিস্তান থেকে আসা ৯০টি ড্রোন নামিয়ে ১০০০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গত এক বছরে ২০ কেজির বেশি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে দেড় কেজিরও বেশি সোনা।'

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিনন্দনবার্তা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) ৫৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সমস্ত সাহসী সেনা এবং তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সকল সেনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দনবার্তায় তিনি লেখেন, ৫৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সকল সাহসী সৈনিক, যারা তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে দেশের সীমান্ত রক্ষা করে চলেছেন তাদের আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের, ক্যানিংয়ে প্রেমিকাকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা

ক্যানিং, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে প্রেমিকাকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করল এক যুবক। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের মিঠাখালিতে, প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় যুবক। স্থানীয় সূত্রের খবর, ৬-৭ মাস ধরে একসঙ্গেই থাকতেন তাঁরা দু'জন। শোনা যাচ্ছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই প্রেমিকাকে গুলি করে ওই যুবক।আহত অবস্থায় কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে প্রেমিকাকে। অভিযুক্ত প্রেমিক ভোলা প্রসাদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার

তাপমাত্রা বেড়ে ২০.১ ডিগ্রিতে পৌঁছল কলকাতায়, শীতের পরিবর্তে গরম বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): নামার পরিবর্তে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এখন ঊর্ধমুখী তাপমাত্রার পারদ। নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে ঠান্ডা। অনুভূত হচ্ছে গরম। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাসও এসে গেল, এখনও সেভাবে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে না দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গে শীতের আগমণ বারবার বাধা পড়ছে কোনও না কোনও কারণে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আন্দামান সাগরের নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে শুক্রবারই গভীর নিম্নচাপ হবে। রবিবার বঙ্গোপসাগরে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তার ফলে দেখা দিতে পারে দুর্য্যোগ। ডিসেম্বরের এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হবে মিগজাউম। মায়ানমারের দেওয়া এই নাম। আগেভাগেই তা নিয়ে সতর্ক আবহাওয়া দফতর। রবিবার থেকে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় যেহেতু তৈরিই হয়নি, তাই কোন পথে বা কোথায় ল্যান্ডফল করবে সে বিষয়ে এখনও সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি আবহাওয়া দফতর।

ভারতকে রক্ষার জন্য বিএসএফ-এর বীরত্ব ও অটুট মনোভাব তাঁদের অঙ্গীকারের প্রমাণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবসে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিএসএফ-কে কুর্নিশ জানিয়ে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশকে রক্ষার জন্য বিএসএফ-এর বীরত্ব ও অটুট মনোভাব তাঁদের অঙ্গীকারের প্রমাণ।'

প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর দিনটি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমরা এই দুর্দান্ত বাহিনীকে প্রশংসা করছি, এই বাহিনী আমাদের সীমান্তের অভিভাবক হিসাবে একটি ছাপ রেখেছে। আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের বীরত্ব এবং অটুট মনোভাব অঙ্গীকারের প্রমাণ। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের সময় বিএসএফ-এর ভূমিকারও প্রশংসা করতে চাই আমি।'

আমাদের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, অদম্য সাহস ও দক্ষতা সর্বদা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেছে : রাষ্ট্রপতি

পুণে, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): আমাদের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, অদম্য সাহস ও দক্ষতা সবসময় আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেছে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, 'দেশের উন্নয়নে শান্তিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সৃষ্টিতেও সেনাবাহিনী বড় ভূমিকা রেখেছে। সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা সেবা আমাদের সাহসী সৈন্যদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার মহারাষ্ট্রের পুণের আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক মহিলা সেনাবাহিনীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি জেনেছি, এএফএমসি প্রাক্তন ছাত্রী পুনিতা অরোরা দেশের সেনাবাহিনীতে প্রথম মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়েছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা এয়ার মার্শাল পদ্মা বন্দোপাধ্যায়ও এই ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ক্যাডেট।'

বারামুল্লা জেলা থেকে নিষিদ্ধ হেরোইন—সহ গ্রেফতার তিন মাদক পাচারকারী

বারামুল্লা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলা থেকে নিষিদ্ধ হেরোইন—সহ তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বারামুল্লার শেরি এলাকা থেকে নিষিদ্ধ হেরোইন—সহ এক তিনজন মাদক পাচারকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সেইসঙ্গে এক মহিলাকেও আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ডিওয়াইএসপি সদর দফতর বারামুল্লার তত্ত্বাবধানে এসএইচও থানার শিরির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সার্ভিস স্টেশনের কাছে কিচামায় একটি চেকপয়েন্ট তৈরি করেছিল। কিচ্ছামার দিকে আসা একটি স্কুটার চেকপোস্টে এসে দাঁড়ালে পুলিশ তল্লাশি চালায়। স্কুটারে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা ছিল। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৭৭৬ গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন উদ্ধার করে। ধৃত মাদক চোরাকারবারীরা হল, রিয়াজ আহমেদ গনি, শওকিন আহমেদ গণি এবং সালিমা বেগম। তাদের গ্রেফতার করে শিরি থানায় পাঠানো হয়েছে। পুলিশ শিরি থানায় একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

এভিয়েশন ফুয়েলের দাম কমলো ৪.৬ শতাংশ, নতুন দর কার্যকর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সরকারি খাতের পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলো শুক্রবার এয়ারক্রাফট টারবাইন ফুয়েলের (এটিএফ) দাম ৪.৬ শতাংশ কমিয়েছে। শুক্রবার থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে।

পাবলিক সেক্টর পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলির বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজধানী দিল্লিতে এটিএফ-এর দাম প্রতি কিলোলিটারে ১,০৬,১৫৫.৬৭ টাকা নেমে এসেছে, যা আগে ছিল ১,১১,৩৪৪.৯২ টাকা প্রতি কিলোলিটার। দীপাবলির আগে, পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলি এটিএফ--এর দাম প্রতি কিলোলিটারে ৬,৮৫৪.২৫ টাকা অর্থাৎ ৫.৮ শতাংশ কমিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক সেক্টরের তেল কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)আগের মাসের গড় আন্তর্জাতিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসের ১ তারিখে এটিএফ জমা দেয়।

পুণেতে দুই গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ৫

পুণে, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ পুনে জেলার পুণে-নাসিক মহাসড়কের মানচরের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি ট্রাক এবং একটি জিপের মধ্যে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজনকেই মানচর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে ঘন কুয়াশার কারণে সাতানা থেকে পুণেগামী একটি জিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানচর এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনায় জীপ চালক পঙ্কজ খান্ডু জগতাপ (৩৬), মধুকর তুকারাম আহিরে(৫২) এবং শান্তরাম সম্ভাজি আহিরের মৃত্যু হয়। ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আহতদের সকলেরই মানচর উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ২ ডলার কমে ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৬ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ছিল প্রতি লিটারে ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের পঞ্চম দিনের শুরুতে ০.৪৪ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮০.৪৯ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.২৩ ডলার বা ০.৩০ শতাংশ কমে ৭৫.৭৩ ডলারে লেনদেন করছে।

মধ্যপ্রদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি : শিবরাজ সিং চৌহান

গোয়ালিয়র, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে বিজেপি। এমনই আশা ব্যক্ত করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলও তুলে ধরেছেন। শিবরাজের আশা, মধ্যপ্রদেশে এবার বিজেপিই জিতবে। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে আগামী ৩ ডিসেম্বর, রবিবার।

শুক্রবার গোয়ালিয়রে পৌঁছন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডাকে এদিন স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। পরে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'আমাদের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম এবং জনগণের ভালবাসা ও আশীর্বাদের কারণে, এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির কারণে, যেমন গরীব কল্যাণ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রকল্প যেমন লাডলি বেহনা যোজনা, লাডলি লক্ষ্মী যোজনা। বিজেপি মহিলাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে...বিজেপি আবারও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসবে।'

নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেক্টরে ভারত নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে : আর কে সিং

গান্ধীনগর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেক্টরে ভারত নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী আর কে সিং। তিনি বলেছেন, কার্বন নিঃসরণ বিশ্বের সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও, ভারত নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শুক্রবার গুজরাটের গান্ধীনগরে শুরু হওয়া এনার্জি ট্রানজিশন ও রোড ট্রাভেল এবং ভারতে সামনের সুযোগ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে সিং।

পরে তিনি বলেছেন, 'ভারত অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে ৪০ শতাংশ শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।' মন্ত্রী বলেন, 'দেশ নিজস্ব ৪৩ শতাংশ জ্বালানি অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদন করছে।' তিনি বলেন, ভারত গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো অন্যান্য সবুজ শক্তির উৎসও বিকাশ করছে।

বোমা রয়েছে, এমনই হুমকি ইমেলে আতঙ্ক বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন স্কুলে

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন স্কুলে শুক্রবার সকালে বোমার হুমকি ইমেইল আসায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বেঙ্গালুরুর অন্তত ১৫টি বেসরকারী স্কুলে এদিন সকালে বোমার হুমকি সহ একটি ইমেল পাঠানো হয়। তার ফলে স্কুলগুলির কর্মী এবং অভিভাবকদের মধ্যে কিছুক্ষনের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ বোমাতঙ্কের ফলে বেঙ্গালুরুরর একের পর এক স্কুল খালি করে দেয়। ইমেইল পাওয়ার পরই স্কুলগুলি পুলিশকে খবর দিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা এই হুমকি ইমেইল-এর খবর পাওয়ার পরই বোমা নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড এবং নাশকতাবিরোধী চেক টিমকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলগুলিতে গিয়েছিল। পুলিশ, পড়ুয়া ও স্কুলগুলির কর্মীদের স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে এখনও কোনও সন্দেহজনক বস্তু স্কুলগুলি থেকে পাওয়া যায়নি। তবে স্কুলগুলিতে তল্লাশি জারি রয়েছে পুলিশের।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গালুরুর স্কুলগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং অভিভাবকদের আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও বলেন, "আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি স্কুল পরিদর্শন করতে এবং নিরাপত্তা বাড়াতে"। পুলিশ বিভাগ থেকে এপ্রসঙ্গে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে বলেও তিনি এদিন জানান।

পাটনায় পৌঁছলেন উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৫ শ্রমিক, বিহারকে বিশেষ মর্যাদার দাবি সুরেন্দ্রর

পাটনা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় এসে পৌঁছলেন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া বিহারের ৪ জন শ্রমিক। টানা ১৭ দিন ধরে উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে ছিলেন মোট ৪১ জন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ৫ জন বিহারের বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে পাটনা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন সেই ৫ জন শ্রমিক। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান বিহারের শ্রম মন্ত্রী সুরেন্দ্র রাম। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিহারকে বিশেষ মর্যাদার দাবি জানিয়ে বিহারের শ্রম মন্ত্রী সুরেন্দ্র রাম বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে সরকারি চাকরি দিচ্ছেন এবং আরও চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিহারের প্রতিটি নাগরিক এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবি করছে এবং বিহার যদি বিশেষ মর্যাদা পায়, তাহলে বড় শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবে বিহারে এবং যুবকরা বিহারেই চাকরি পাবে।'

লখনউ এসে পৌঁছলেন সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৮ শ্রমিক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সকলেই

লখনউ, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ১৭ দিন অন্ধকারে থাকার পর আলোর মুখ দেখেছিলেন, তবুও যেন পুরোপুরি স্বস্তি মিলছিল না। অবশেষে নিজ রাজ্যে ফিরলেন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া উত্তর প্রদেশের ৮ জন শ্রমিক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সকলেই। টানা ১৭ দিন ধরে উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে আটকে ছিলেন মোট ৪১ জন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ৮ জন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে লখনউতে এসে পৌঁছন সেই ৮ জন শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দেখা করবেন সকলের সঙ্গে।

সন্তোষ কুমার নামে একজন শ্রমিক জানিয়েছেন, 'আমরা খুব ভালো বোধ করছি, আমরা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি না...আমরা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনা

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। বিএসএফ এর পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টিএসআর জওয়ানদের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা হয়েছিল। সাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর বাহিনীর ভূমিকা সবসময় প্রশংসনীয়। মুখ্যমী বলেন, সাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলা ছাড়াও বর্তমানে এই বাহিনী রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিপর্যয় মোকাবিলা, শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা ও নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

মুখ্যমী বলেন, এই ১৪ ও ১৫ ব্যাটেলিয়ান বাহিনীর জওয়ানরা যেকোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত। এনডিআরএফ এর ট্রেনিং সেন্টারে বিপর্যয় মোকাবিলা এবং আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে সিআরপিএফ এর রেপিড অ্যাকশন ফোর্স-এর ট্রেনিং সেন্টারে টিএসআর জওয়ানরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বর্তমানে টিএসআর এর এক ব্যাটেলিয়ান ওএনজিসি'তে এবং এক কোম্পানী ওটিপিসি-তে নিরাপত্তার কজে যুক্ত রয়েছেন। তাছাড়া রাজ্যের শিল্পাঞ্চল এলাকার নিরাপত্তার' স্বার্থে টিএনজিসিএল এবং নিপকোতে টিএসআর বাহিনী দায়িত্ব পালন করছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মকের চাহিদা অনুসারে দিল্লিতে পর্লামেন্ট স্ট্রিট, আদালত চত্বর, বিভিন্ন দূতাবাস এলাকায় দিল্লি পুলিশের সাথে টিএসআর জওয়ানরা কাজে নিযুক্ত আছে ও দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে আমাদের এই টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের নিযুক্ত করা হয়। রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে প্রশাসনিক সুবিধা পৌঁছে দিতে টিএসআর বাহিনীর ক্যাম্পগুলি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সিভিক অ্যাকশন কর্মসূচিও পালন করছে। সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে টিএসআর জওয়ানরা জনগণকে সচেতন করছেন। শহর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতির লক্ষ্যে টিএসআর জওয়ানদের শহর এলাকায় নিয়োজিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এছাড়াও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য আগরতলা উদয়পুর, ধর্মনগর, আমবাসা, কুমারঘাট এবং বিলোনীয়ায় টিএসআর জওয়ানদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। টিএসআর বাহিনীর পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনয়ানদের শপথবাক্য পাঠ করান এ সি রামারাও ট্রেনিং সেন্টারের কমাণ্ডেন্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আইজিপি জি কে রাও। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহা। মুখ্যমী এ সি রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারের একটি মরণিকার আবরন উন্মোচন করেন।

আটক যুবক

● **প্রথম পাতার পর** দায়ের করেছেন। আজ দুপুর বেলা ভগবাননগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি যুবক নেশা সেবন করতে এসেছিল। আর তা দেখে এলাকাবাসীদের সন্দেহ জাগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারে না।

এরপর আজাদ আলী তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সেদিন তুমি আমার বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছো। তখন সে এক প্রকার স্বীকার করে যে সেদিন সে আজাদ আলীর বাড়িতে চুড়িকান্ড সংগঠিত করেছিল। তারপর তাকে একটি গাছে বেধে উত্তেজিত এলাকাবাসীরা উত্তম মধ্যম দেয়। খবর পাঠায় কৈলাসহর থানায়।

ঘটনাস্থলে কৈলাসহর থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবকটিকে উদ্ধার করে। বর্তমানে সে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে তার বাড়ি সায়দাবাড়ি এলাকায়। তার নাম সমীর। সে বিভিন্ন ধরনের নেশা সেবন করে বলেও স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আবারো স্থগিত হয়ে গেল রাগনা বর্ডার হাটের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ নভেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বর্ডার হাটের কাজ এগিয়ে চললেও সবচেয়ে পুরনো ধর্মনগর হয়ে রাগনা দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগের জন্য যে রাগনা হাট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তা আবারও আপাতত স্থগিত হয়ে থাকলো।

২ ডিসেম্বর অর্থাৎ শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাগনা হাটের কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছিলো। সেই মোতাবেক প্রশাসন থেকে মনসা ডেকোরেটার্সকে দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল সীমান্ত এলাকায় ট্যান্ট বানিয়ে সুসজ্জিত করে তোলা হবে ২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। মা মনসা ডেকোরেটরসের পক্ষ থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতে গেলে বিজেবি বাধার সৃষ্টি করে।

তারা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় কোন ধরনের প্রশাসনিক লেভেলে ডকুমেন্ট তাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক স্তরের হওয়ায় তা খুব ই স্পর্শকাতর। এর উপর রয়েছে পাঁচ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন এবং ৭ ডিসেম্বর ভোট গণনা। তাই উচ্চ পর্যায়ের কোন ধরনের নির্দেশ না আসলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সম্পর্ক দু'দেশের মধ্যে যতই ভালো হোক না কেন আন্তর্জাতিক স্তরের কোন কিছু করতে গেলে তা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এবং নির্দেশ ছাড়া করা সম্ভব না। তাই এই ব্যাপারটি একটু চূড়ান্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার ওপর বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা উত্তাল। তাই যা হওয়ার ভোট গণনার পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ধর্মনগর বাসীর মধ্যে আক্ষেপ দেখা দিয়েছে এবারও নাকি ভেস্তে যায় রাগনা সীমান্ত দিয়ে বর্ডার হাটের পরিকল্পনা।

মধুপুর স্কুলে আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ডিসেম্বর।। শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা আইন সেবা কতৃপক্ষ এক সচেতনতামুলক শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী সুমিতা রায় আইনি বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এইচআইভি এইডসএর ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন।বিশ্ব এইডসদিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে বিশালগড় মহকুমার মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে আইনি সচেতনতা শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়।তিনি বলেন ত্রিপুরায় এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। এর মূল কারণ নেশা। একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে একাধিক ব্যাক্তি ড্রাগস নিচ্ছে। ছাত্র যুব সমাজ নেশার করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে। শুধু আইনের মাধ্যমে এই নেশার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা সম্ভব নয়।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, চিন্তাহরণ পালের মেয়ে মনিকা ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। মেয়েটি বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি।

সিদ্ধান্ত

● **প্রথম পাতার পর** পাঠরত চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী জানান, নয়াদিল্লির দ্বারকায়, সেক্টর-১৭, প্লট নং -৩-এ আরও একটি ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ সরকার। এই ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা সরকার দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে ২৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭০ টাকা প্রদান করতে হবে। এই টাকা শুধুমাত্র জায়গাটির জন্য প্রদান করা হবে। তিনি আরও জানান দিল্লিতে আগের আরও দুটি ত্রিপুরা ভবন রয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যের মানুষের সুবিধা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের বর্তমান সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কংগ্রেস সভাপতি

● **প্রথম পাতার পর** সারা রাজ্যের মন্ত্রী তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন সভাপতি আশিস সাহা।

আশীষ সাহা বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে তার মিথ্যা তথ্য পেশ করা এবং পরবর্তী সময়ে তার এই মিথ্যা হাতেনাতে ধরা পরার পরও একজন মন্ত্রী হিসাবে তিনি তার মন্তব্য প্রত্যাহার করলেন না যা খুবই লজ্জাজনক এবং রহস্যজনকও।

এই রাজ্যের মানুষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ও বিজ্ঞাপনি চমক দিয়ে আর বোকা বানাতে পারবে না বিজেপি বলে কংগ্রেসের নেওয়া বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর** করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতরা হলেন, আকাশ দেব, বাপন দেবনাথ, দ্বীপতনু সাহা ও টুটন বর্মণ। তাঁদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ,সহ স্বর্ণালকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে।

রাজীব

● **প্রথম পাতার পর** বৈঠক হয়েছে। বিশেষ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে সংগঠন কাজ করবে সে বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এদিন।

এদিনের বৈঠকে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিজেপি দলের সমর্থিত কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সহযোগিতা চেয়ে চিঠি সরকারের ওপরমহলে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): "নিরবচ্ছিন্নভাবে নোংরা কথাবার্তা ও প্রচার সহ আন্দোলন ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়মিত পড়াশোনা ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে।" শুক্রবার কলকাতার বাবাসাহেব অম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই অভিযোগ করা হল রাজ্য সরকারের কাছে।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, বিএড এবং এমএড পাঠ্যক্রম চালায় এরকম বেসরকারি নানা কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া হুমকির প্রেক্ষিতে ফের আপনাদের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রার্থনা করছি। এই সব হুমকি যথেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্ত্রাসের পরিবেশ প্রচার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর হামলা হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতির আশংকাও আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিলিপিও সঙ্গে যুক্ত করা হল। এ ব্যাপারে আপনাদের সদয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।"বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের তরফে পৃথকভাবে এই লিখিত আবেদন করা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বালিগঞ্জ থানার ওসি-র কাছে।

অশান্তির জেরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, বিরোধিতায় শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): লাগাতার হুমকির জেরে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় (বাবাসাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি) বৃহস্পতিবার থেকে সাময়িক বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার এর প্রবল বিরোধিতা করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিধানসভায় তাঁর ঘরে বসে ব্রাত্যবাবু এক ভিডিও-বার্তায় বলেন, "এটা তো আমি কাল রাতে জানতে পারলাম। পরে বিভাগীয় সচিব বললেন, এই নির্দেশিকা রাতে মেল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন। এটা তো কোনও পন্থা হতে পারে না!

আমার দফতর যদি ঠিকঠাক না চালাতে পারি আমি তো তালা লাগিয়ে চলে যেতে পারি না! তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করে চলে যাওয়া ভাল! যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে আমাদের জানান। তবে, তার আগে চ্যান্সেলরকে জানানো উচিত। কারণ তাঁর কথা শুনেই তো এই সব উপাচার্যরা এসেছেন।

আমি এটা নিয়ে দফতরের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বলেছি। আমি মনে করি এভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা কোনওভাবে কাম্য ও বাঞ্ছনীয় নয়। এটা ঠিকও নয়। ওপরওয়ালা চ্যান্সেলারের সঙ্গে কথা বলে ওঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা জানিনা! তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা কোনওভাবে সমর্থন করছি না। এখানে কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে আইনি পরামর্শ নেব।"

প্রসঙ্গত, উপাচার্যর পদে কেউ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে প্রবল ব্যাঘাত ঘটায় আচার্য তথা রাজ্যপাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য মনোনীত করেন। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানায় রাজ্য। শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, এঁরা 'অনুপ্রবেশকারী'। আমাদের অনুমতি না নিয়ে এঁদের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ প্রকাশ্যে আসে। শিক্ষামন্ত্রীর শুক্রবারের বিবৃতিতেও তার স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে।

গত মাসে শিক্ষকতার পাঠ দেওয়া রাজ্যের ২৫৩টি বেসরকারি বিএড কলেজের সরকারি অনুমোদন আপাতত 'বাতিল' করা হয়েছে। এই কলেজগুলির অনুমোদন পুনর্নবীকরণ করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের বিআর অম্বেডকর বিএড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অভিযোগ করেছেন, এই পরিস্থিতি তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। যাঁরা হুমকি দিয়েছেন, তাঁরা রাজ্যে কোনও বেসরকারি বা স্বচালিত বিএড বা এমএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনিক কাজ বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন উপাচার্য সোমা। প্রশাসনের সহযোগিতায় যত দিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, তত দিন বন্ধ থাকবে প্রশাসনিক কাজ। অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন উপাচার্য। পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বন্ধ। শুধু প্রশাসনিক কাজ চলছিল। সেটাও বন্ধ হয়েছে।

ভুয়া খবর ছড়ানো নয়টি ইউটিউব চ্যানেলের পর্দা ফাঁস পিআইবি ফ্যাক্ট চেক ইউনিটের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতে ভুয়ো খবর এবং ভুল তথ্য ছড়ানো নয়টি ইউটিউব চ্যানেলের পর্দা ফাঁস করেছে পিআইবি ফ্যাক্ট চেক ইউনিট (এফসিইউ)। শুক্রবার এই নয়টি চ্যানেলের আসল তথ্য সামনে এনেছে পিআইবি ফ্যাক্ট চেক ইউনিট। এই চ্যানেলগুলি হল, বজরং এডুকেশন, আপকে গুরুজি, বিজে নিউজ, সানসানি লাইভ টিভি, জিভিটি নিউজ, ডেইলি স্টাডি, ভারত একতা নিউজ, আব বোলেগা ভারত এবং সরকারি স্কিম অফিসিয়াল। ফ্যাক্ট চেক ইউনিট এই চ্যানেলগুলির ছড়ানো মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়টি ভিন্ন টুইটার থ্রেডে একাধিক সত্যতা যাচাই করেছে। সংশ্লিষ্ট ইউটিউব চ্যানেলের ৮৩ লক্ষেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার পাওয়া গেছে, যারা নাকি দেশে এতদিন ভুল তথ্য ছড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ।

পিআইবি ফ্যাক্ট চেক ইউনিট ইউটিউব চ্যানেলে ভারতের প্রধান বিচারপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইত্যাদি সহ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। কিছু চ্যানেল কিছু রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিষিদ্ধ করা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পদত্যাগ এবং মৃত্যু ইত্যাদির মিথ্যা খবর প্রচার করেছে বলে অভিযোগ। প্রচুর জাল খবর ছড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে এইসব চ্যানেলের বিরুদ্ধে। এই ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে ৫০০ টাকার নোট, ব্যাঙ্ক বন্ধ এবং ভারত সরকারের স্কিম এবং নীতি সম্পর্কিত ভুল তথ্যও প্রচার করা করেছে। এরসঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যু, সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন এবং স্কুল বন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কিত মিথ্যা খবরও আপলোড করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

রানি মউ মাছি, ব্যঙ্গচিত্রে মমতাকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । অমিত শাহের সভার দিন তৃণমূল কংগ্রেসের কালা দিবস পালনের ছবির একটি ব্যঙ্গচিত্র নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তিনি । আর সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উল্লেখ করেছেন "রানি মউ মাছি" হিসেবে ।ইংরেজিতে "মউ" কথাটি শিল্প সম্মেলনের মউ স্বাক্ষরের সরকারি দাবিকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে । দুর্নীতি প্রশ্নে শাসকদলকে কটাক্ষ করে চাঁছাছোলা ভাষায় একটি কবিতাও লিখেছেন শুভেন্দু ।

গত বুধবার অমিত শাহের ধর্মতলার সভার পালটা হিসেবে কালা দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনায় ব"সে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলে তারা। তাদের হাতের পোস্টারে ১০০ দিনের কাজ-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকার জন্য দাবি জানানো হয়। ধরনায় উপস্থিত সব তৃণমূল বিধায়ক এ দিন কালো পোশাক পরেছিলেন। ওই ধরনায় যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি সাদা শাড়ি পরলেও তাঁর কাঁধে ছিল কালো চাদর।

শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে সেই ধরনারই একটি ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরেছেন। আর তার সঙ্গে একটি কবিতাও লিখেছেন, যার নাম দিয়েছেন সাদা-কালো। ওই কবিতার শুরু থেকেই নিশানা করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, 'আমি পরবো সাদা, বাকিদের পরাবো কালো; ধরা পড়লে ওরা চোর, আমি কিন্তু রইবো ভালো/শিল্পী আমি; রঙের তুলি টানি, লিখি কবিতা গল্প; শিল্প সম্মেলনে মউ স্বাক্ষর করলেও বিনিয়োগ আসেনা স্বল্প !'

উল্লেখ্য, এই মউ চুক্তি সংক্রান্ত কটাক্ষ থেকেই শুভেন্দুর পোস্ট করা ব্যঙ্গচিত্রে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে যে পোস্টারটি রাখা হয়েছে, সেখানে লেখা রয়েছে "রানি মউ মাছি"। আরও চোখা ভাষায় এ দিন মমতাকে বিদ্ধ করেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি লিখেছেন, 'চোরের মায়ের বড় গলা, ফাঁদি প্রতিহিংসার তত্ত্ব; চুরি দুর্নীতিতে জড়িয়ে গোটা দল, আমি ক্ষমতায় মত্ত/যদি ভাঙে মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ, গণতন্ত্রের বেত মারবে সপাং; এর তার ঘাড়ে দোষ ঠেলে দিয়ে, পিসি-ভাইপো খুঁজবো পালাবার পথ; এপাং ওপাং ঝপাং!'

অনুমতি ছাড়া বিধানসভায় কোনও বিক্ষোভ দেখানো যাবে না, নির্দেশ স্পিকারের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধ ও বৃহস্পতি — দুদিন ধরে বিজেপি, তৃণমূলের লাগাতার ধরনা কর্মসূচির পর শুক্রবার আবার বিজেপির 'শুদ্ধিকরণ' ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা চত্বর। আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ গঙ্গাজল দিয়ে ধুইয়ে ফুল ছড়িয়ে, জাতীয় সংগীত গেয়ে কর্মসূচি পালন করেন বিজেপি বিধায়করা। নেতৃত্বে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এ নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিধানসভার 'মার্শাল'-কে ডেকে বকাবকি করেছেন। আম্বেদকর মূর্তির নিচে গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়ার মতো সাহস দেখাল কী করে বিরোধীরা? বিধানসভার নিরাপত্তা নিয়ে মার্শালকে এমনই প্রশ্ন করেন তিনি। এর পরই কড়া নিয়ম জারি করেন, স্পিকারের অনুমতি ছাড়া বিধানসভা চত্বরের কোথাও কোনও বিক্ষোভ দেখানো যাবে না।শুক্রবার স্পিকার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "গত দুদিনে বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভায় যে আচরণ করেছেন, তা নিন্দনীয়। সরকার পক্ষের সদস্যরা আমার অনুমতি নিয়ে ধরনায় বসেছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা কোনও অনুমতি নেননি। সিঁড়ির সামনে বসে লোকজনের চলাফেরায় বাধা, সেইসঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গি

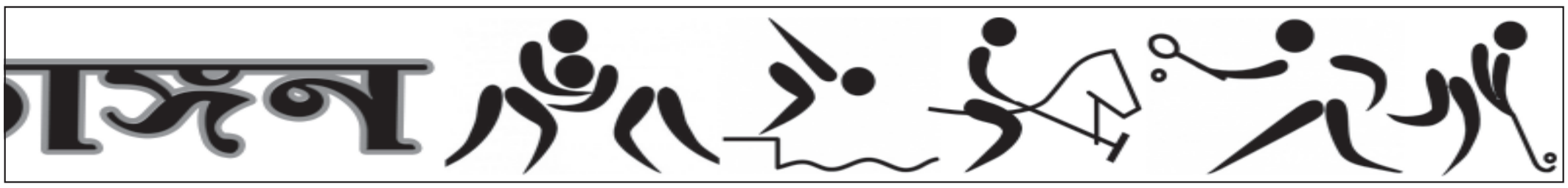

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি শুরুতেই তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস হারের সম্মুখীন ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৬৫ তামিলনাড়ু-২৪৩/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ট্র্যাডিশন বজায় রাখলো ছোট ভাই-রা। ব্যাটিং ব্যর্থতার। আর তাতে প্রথম দিনেই পরাজয়ের কবর খুড়ে নিলো আফতাব চৌধুরি-রা। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। আসামের মঙ্গলদৈ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন মাঠে প্রথম দিনের শেষে তামিলনাড়ু এগিয়ে রয়েছে ১৭৮ রানে। ত্রিপুরার গড়া মাত্র ৬৫ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে তামিলনাড়ু ৪ উইকেট হারিয়ে ২৪৩ রান করে। তামিলনাড়ুর লক্ষ্য থাকবে দ্বিতীয় দিনে দ্রুত রান তোলে ত্রিপুরাকে আবার ব্যাট করতে পাঠানো এবং দ্বিতীয় দিনেই ম্যাচের সমাপ্তি ঘটানো। শুক্রবার সকালে টসে জয়লাভ করে তামিলনাড়ুর অধিনায়ক ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। হেমচুদেশান জে এবং ডি দীপাসের দুরন্ত বোলিংয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। ওই দুই বোলারের সামনে ত্রিপুরার কোনও ব্যাটসম্যান-ই ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি। ত্রিপুরা ব্যাট করে মাত্র ৩১ ওভার। রাজ্যদলের পক্ষে আফতাব চৌধুরি একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে সক্ষম হয়। আফতাব ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। তামিলনাড়ুর পক্ষে হেমচুদেশান জে ২১ রান দিয়ে ৪ টি এবং ডি দীপাস ৯ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ৫৯ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে তামিলনাড়ু ২৪৩ রান করে। দলের পক্ষে ভাবিক দারিও ১০৩ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২ রানে এবং মোহিত সিং ৮৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে মহম্মদ ফাহিম কে ৮৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪, শোহন পুষ্পরাজ ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং সৌম্যদ্বীপ অরবিন্দ মান্না ৪২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির ২৫ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে নীতিশ কুমার সাহানি ৫৮ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করে। দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা ২২ গজে কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তার উপরই নির্ভর করবে ম্যাচের ফলাফল।

শীতকালীন টেনিস কোচিং শুরু কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ৩রা ডিসেম্বর থেকে মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে শীতকালীন টেনিস কোচিং সেশন শুরু হতে যাচ্ছে। সঙ্গে ফ্রি হেলথ কেয়ারেরও ফিজিক্যাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের টেনিস কমপ্লেক্সে কোচ চিন্ময় দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এনএসআরসিসি-তে আজ অনূর্ধ ১৯ সিলেকশন ট্রায়াল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা স্টেট স্কুল স্পোর্টস বোর্ড, অনূর্ধ ১৯ বালক বালিকাদের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। এই উপলক্ষে সকাল দশটায় এনএসআরসিসি-র ওয়েট লিফটিং হল-এ সিলেকশন ট্রায়ালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পায়মং মগ, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার, দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী প্রমূখ বিশেষ ও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

25th KALAJHARI FESTIVAL - 2023

Panjihum H.S. School ground
Karbook, Gomati, Tripura.

INVITATION CARD

Sir / Madam,

It is my immense pleasure to invite you to the 25th Kalajhari Festival - 2023 to be held on 2nd December,2023 at Panjihum H.S. School ground, Karbook, Gomati District.

Inaugural Ceremony
2nd December, 2023, 5:00 P.M.

Inaugurator : & Chief Guest — Sri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister, Co-operation, Welfare of Minorities and TW (TRP & PTG) Deptt.,
Special Guest: Smt. Dolly Reang, Hon'ble EM, SW&SE, TTAADC,
Sri Sanjoy Manik Tripura, Hon'ble MLA, Karbook
Guest of Honour : Sri Thaingya Mog, Hon'ble Chairman, BAC, Silachari R.D. Block
Sri Pranab Kumar Tripura, Hon'ble Vice Chairman, BAC, Karbook R.D. Block.
Sri Ashim Tripura, Social Activist, Karbook
Sri Gamanjoy Reang, SDPO, Karbook
Sri Dibyendu Das, BDO, Karbook R.D. Block
Sri Pachal Debbarma, BDO, Silachari R.D. Block
President : Sri Atindra Reang, Social Activist, Karbook.

Your gracious presence is highly solicited.

Partha Das
Convenor
(25th Kalajhari Festival-2023)
Sub-Divisional Magistrate,
Karbook, Gomati Dist., Tripura.

ICA/D-1350/2

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 30 & 31/EE/ENGG CELL/DSE/2023-24 Dt. 28/11/2023.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on percentage rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and appropriate class f@pistered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.01

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of 2(two) unit Additional Class Room at D.P Nadiapur JB School, Kalacherra under North District for the year 2023-24. DNIeT No. 25/SE/ENGG CELL/DSE/2023-24	Rs.35,46,000.00	Rs. 70,932.00	Up to 15.00 Hrs on 19/12/2023...	180 days.	20/12/2023 on 10.00 AM.
2	Construction of 2(two) unit Additional Class Room at Kadamtala (Eng. Med. SB School, Kadamtala under North District for the year 2023-24. DNIeT No. 26/SE/ENGG CELL/DSE/2023-24.	Rs.35,46,000.00	Rs. 70,932.00	Up to 15.00 Hrs on 19/12/2023...	180 days.	20/12/2023 on 10.00 AM.

Fligible bidders shall participate in bidding only in online through website htps/tripuratenders.gov.in, Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, 'after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

No.F.17 (13-291 & 292) /SEIENGG/2023-24/ 1501/05

Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education, Agartala, West Tripura.

ICA/C-3386/23

No.F.1(93)/CEX/G/NIT/ 2023/735/37 Dated, 2& /11/2023

ABRIEGED NOTICE INVITING E-TENDER (2 CALL) FOR SETTLEMENT OF RETAIL VEND OF 01 (One) No. FOREIGN LIQUOR SHOP AND 06 (Six) Nos. COUNTRY LIQUOR-SHOPS UNDER GOMATI DISTRICT.

It is hereby notified for general information that licenses are proposed to be offered for retail vend of 01 (one) no. Foreign Liquor Shop namely Bagma Market Foreign Liquor Shop and 06(six) nos. Country Liquor Shops namely Udaipur CL Shop, Kakraban CL Shop, Jamjuri CL Shop, Maharani CL Shop, Bagma CL Shop and Ompi CL Shop under Gomati District, through e-tender process under the provisions of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended time to time) for the period of 16 months w.e.f. 1st December, 2023 to 31*t March, 2025 subject to satisfaction of Rule 26 of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended time to time) as well as fulfillment of guideline prescribed in the Notification No.F.II-2(23)-EX/2019/105-14 dated 16-01-2021; Corrigendum No. F.II-2(23)-EX/2019/1183-92 dated 12-04-2021, Notification No.F.II-7(23)-EX/2019/334-43 dated 21-02-2022; and Addendum No, F.III- 7(23)-EX/2023/2034-42 dated 03-10-2023.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Gomati District will be on 20/12/2023 up to 5:30 PM.

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openerson 21/12/2023.

All future Corrigendum/addendum, if any will be published in due course only in the aforesaid website.

(Tarit Kanti Chakma, IAS)
Collector of Excise
(District Magistrate & Collector)
Gomati District, Udaipur

ICA/C-3379/23

বিক্রম, সুদীপের ব্যাটিং বিফলে ১ বল বাকি থাকতে রেলে কাটা ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-২৮২/৭(৫০) রেলওয়ে-২৮৬/৬(৪৯.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। দুরন্ত লড়াই। ম্যাচের ফয়সালা হয় ১ বল বাকি থাকতে। তাতে জয় পায় রেলওয়ে। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ২ নং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রেলওয়ে জয়লাভ করে ৪ উইকেটে।

ত্রিপুরার গড়া ২৮২ রানের জবাবে রেলওয়ে ৪৯.৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার বিক্রম কুমার দাস এবং সুদীপ চ্যাটার্জি অর্ধশতরান করেন। ২৮২ রান করলেও স্কোরবোর্ডে আরও ১০ রান বাড়াতে পারতো ত্রিপুরা। ৩৭.৩ ওভারে ত্রিপুরার স্কোর ছিলো ২০০। শেষ ৭৫ বলে মাত্র ৮২ রান যোগ করে রাজ্যদল। এখানেই কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। নতুবা আসরের তৃতীয় জয় পেয়ে যেতে পারলো মণিশঙ্কর মুড়াসিং-রা। ৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরার ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ মুম্বাই। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮২ রান করে।

প্রথম ৪ ম্যাচে ব্যর্থ পল্লব দাসকে এদিন প্রথম একাদশের বাইরে রাখা হয়। বিক্রম কুমার দাসের সঙ্গে ত্রিপুরার হয়ে গোড়াপত্তন করতে নামনে দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা। ওই জুটি কিছুটা ধীরে সুস্থে খেলতে থাকেন শুরু থেকেই। ওখানেই কিছুটা পিছিয়ে পড়ে ত্রিপুরা। অফফর্মে থাকা ঋদ্ধিমান রানে ফিরতে শুরু থেকেই উইকেট টিকে থাকার উপর জোর দেন। ওই জুটি ১১৬ বল খেলে ৮৭ রান যোগ করেন।

ঋদ্ধিমান ৬২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করেন। বিক্রম ৮২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ রান করেন।

আসরে বিক্রমের এটা তৃতীয় অর্ধশতরান। সুদীপ চ্যাটার্জি ৮০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৩ রান করে ত্রিপুরার স্কোরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মূখ্য ভূমিকা নেন। শেষ দিকে মণিশঙ্কর মুড়া সিং এবং বিক্রম দেবনাথ ছোট্ট ইনিংস খেললেও তা দলীয় স্কোরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা নেয়।

মণিশঙ্কর ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং বিক্রম ১৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ (অপ:) রান করেন। রেলওয়ের পক্ষে যুবরাজ ৬৪ রানে ৩ টি এবং শিবম চৌধুরি ৪৪ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে রেলওয়ে ৪৯.৫ ওভার ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে শিবম চৌধুরি ৮২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৮, প্রীতম সিনহা ৮৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫,মহম্মদ সাইফ ৬৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৪ এবং দলনায়ক উপেন্দ্র যাদব ৩১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে মণিশঙ্কর মুড়াসিং ৪০ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	৫	৫	০	০	২.৬৫৩	২০
কেরালা	৫	৪	১	০	১.৬২৪	১৬
রেলওয়েজ	৫	৩	২	০	০.৫৪০	১২
ত্রিপুরা	৫	২	৩	০	০.৩৩২	৮
সৌরাষ্ট্র	৫	২	৩	০	-০.২০৬	৮
পন্ডিচেরি	৫	২	৩	০	-০.৬৭৮	৮
ওড়িশা	৫	২	৩	০	-০.৯০১	৮
সিকিম	৫	০	৫	০	-৩.২৩৮	০

কোচবিহার ট্রফি : গোয়া জয়ের স্বপ্নে বিভোর ত্রিপুরা আজ বোলার ভরসা

ত্রিপুরা-১৮০ গোয়া-২১/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। শেষ বেলায় এক উইকেট তুলে নিয়ে কিছুটা স্বস্তিতে ত্রিপুরা শিবির।

শনিবার সকালে ত্রিপুরার বোলাররা যদি জ্বলে উঠতে পারে তাহলে লড়াইয়ে ফিরতে পারবে রাজ্যদল। নতুবা আসরের প্রথম ২ ম্যাচের মতো তৃতীয় ম্যাচেও পরাজিত হতে হবে রাজ্যদলকে। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। গোয়ার পানজিম জিমখানা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরার ১৮০ রানের জবাবে গোয়া ১ উইকেট হারিয়ে ২১ রান করে। আপাতত ত্রিপুরা এগিয়ে ১৫৯ রানে।

গোয়ার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা দলে ২ টি পরিবর্তন আনা হয়। প্রিয়াঙ্গ মিত্র ব্যাট হাতে কিছুটা সাফল্য পেলেও দীপঙ্কর ভাটনাগর প্রতি বারের মতো এবারও ব্যর্থ হয়েছে। ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ৭৪.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৮০ রান করতে সক্ষম হয়।

রাজ্যদলের পক্ষে দ্বীপজয় দেব ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, প্রীয়াঙ্গ মিত্র ১০০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, অভিক পাল ৫২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ (অপ:), সপ্তজিৎ দাস ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং প্রীতম দাস ৬৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন।

ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান তেমন রুখে দাড়াতে পারেননি।

গোয়ার পক্ষে ইয়াশ কসভানকর ২৬ রানে, যুবরাজ সিনহা ৪২ রানে এবং পুনদেলিক নায়ক ৪৮ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে গোয়া ১২ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে ২১ রান করে। ভীর যাদব ৩৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

ত্রিপুরার পক্ষে সম্রাট বিশ্বাস একমাত্র উইকেটটি দখল করে ৩ রান খরচ করে। শনিবার দ্বিতীয় দিনে ম্যাচে ফিরতে ত্রিপুরা তাকিয়ে থাকবে বোলারদের দিকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

টিএসআর রাজ্যে নিজেদের স্বততা প্রতিষ্ঠিত করতে পেয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) জন্য গর্ব বোধ করে। প্রাইড অফ ত্রিপুরা হিসাবে টিএসআর বাহিনী রাজ্যে নিজেদের স্বততা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা দেশেই এই বাহিনীর সুনাম রয়েছে। এই বাহিনী ত্রিপুরার গর্ব। সাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। আজ আর কে নগরস্থিত এ সি রামারাও ট্রেনিং সেন্টারে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১৪ ও ১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে সাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর'র অনেক জওয়ান আত্মবলিদান দিয়েছেন। মুখ্যমী তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নিরাপত্তা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এমনকি সামাজিক কাজেও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আগামী দিনেও তা বহাল থাকবে বলে মুখ্যমী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী আরও বলেন, টিএসআর ১৪ ও ১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে মোট ১,৪১৩ জনকে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে মহিলা জওয়ান রয়েছেন ১৩৭ জন। নরসিংগড়ের কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি, আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টার, কচুছড়ায় কাউন্টার ইনসারজেন্সি ও অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কুল এবং জম্পইজলাস্থিত টিএসআর ৭তম ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তরে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আজ এসি রামারাও ট্রেনিং সেন্টার আর কে নগর থেকে মোট ৪৫৮ জন জওয়ান পাস আউট হলেন। মুখ্যমী জানান, ১৯৮৪ সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর স্বল্পতার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ন্যায় টিএসআর বাহিনী গঠন করা হয় মূলত সাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলার জন্য। টিএসআর বাহিনীর মূল লক্ষ্যই হল 'বীরতা ও বন্ধত্ব' এই থিম নিয়ে জওয়ানরা এগিয়ে চলেছে। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা হয়।

মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৮৫৬

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত বাস্তুশাস্ত্র এবং অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারত বাস্তুশাস্ত্র এবং অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। এমনটাই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি শুক্রবার দুবাইতে আয়োজিত সিওপি-২৮ ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটে একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারত। তাসত্ত্বেও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে ভারতের অবদান ৪ শতাংশেরও কম। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত বিশ্বের কয়েকটি অর্থনীতির মধ্যে একটি যা এনডিসি লক্ষ্য পূরণের পথে রয়েছে। মোদী বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম থেকে "গ্রিন ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ", একটি প্রো-প্ল্যানেট, প্রো-অ্যাকটিভ এবং ইতিবাচক উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি ২০২৮ সালে ভারতে সিওপি-৩৩ হোস্ট করার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ১৪০ কোটি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন।

তিনি জলবায়ু ন্যায়বিচার, জলবায়ু অর্থায়ন এবং সবুজ ঋণের মতো বিষয়গুলিতে ক্রমাগত সমর্থনের জন্য সিওপি নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সকলের প্রচেষ্টা বিশ্ব কল্যাণের জন্য সবার স্বার্থ রক্ষা এবং সকলের অংশগ্রহণ আবশ্যক এই বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত বাস্তুশাস্ত্র এবং অর্থনীতির মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে বিশ্বের কাছে উন্নয়নের একটি মডেল উপস্থাপন করেছে। ভারতে বিশ্বের জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনে আমাদের অংশ ৪ শতাংশের কম। ভারত বিশ্বের কয়েকটি অর্থনীতির মধ্যে একটি যা এনডিসি লক্ষ্য পূরণের পথে রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে ১১ বছর আগে নির্গমন তীব্রতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। জীবাশ্মবহির্ভূত জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জিত হয়েছে।

মোদী বলেন, ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে তার জিডিপির নির্গমনের তীব্রতা ৪৫ শতাংশ কমানোর। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, "গ্লাসগোতে আমি মিশন লাইফের (পরিবেশের জন্য জীবনধারা) রূপকল্প আপনাদের সবার সামনে তুলে ধরেছি। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির একটি সমীক্ষা বলছে, লাইফ মিশনের মাধ্যমে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ২ বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারব।

এদিন এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি আরেকটি প্রো-প্ল্যানেট, প্রো-অ্যাকটিভ এবং ইতিবাচক উদ্যোগ 'গ্রিন ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ'-এর আহ্বান জানাচ্ছি। এটি কার্বন ক্রেডিট এর বাণিজ্যিক মানসিকতার বাইরে যাওয়ার এবং জনগণের অংশগ্রহণে একটি কার্বন সিঙ্ক তৈরি করার জন্য প্রচারাভিযানের অংশ।

প্রশাসনিক কাজে বিরোধী বিধায়ককে না ডাকায় খোয়াইয়ে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ ডিসেম্বর।। প্রশাসনিক কাজের কর্মসূচীতে ব্রাত্য রামচন্দ্রঘাটের বিরোধী দলীয় বিধায়ক রণজিৎ দেববর্মা। প্রতিবাদে খোয়াই-মোহনপুর -আগরতলা সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা প্রশাসন সহ স্থানীয় ব্লকের কোন কাজের কর্মসূচীতেই ডাকা হয়না রামচন্দ্রঘাটের বিরোধী দলীয় বিধায়ককে। এমনই অভিযোগ। প্রশাসনের প্রশাসনিক কোন কাজের ডাক পড়ে না তার।

ব্লকের বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা নির্বাচন করার প্রক্রিয়াও যুক্ত করা হয়না নির্বাচিত স্থানীয় বিধায়ককে। ব্রাত্য রাখা হয় বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানেও।

খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রেও নির্বাচিত বিধায়ক বিরোধী দলের। তিনি তিপ্রা মথা দল থেকে ২০২৩ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। সব ধরনের সরকারী কর্মসূচীতেই তিপ্রা মথা দলের নির্বাচিত বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মাকে ডাকা হয়না।সরকারী অনুষ্ঠানগুলোতে তাকেও ব্রাত্য রাখা হয়।

প্রশাসনের এরকমের দলদাসের মতো একপেশে ভূমিকায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তারই পরিণতিতে শুক্রবার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা নিজেই দলের স্থানীয় নেতা কর্মী সহ সাধারণ মানুষদের নিয়ে রাস্তায় নামেন।

সকাল আটটা থেকে বিধায়ক নিজে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে ১০৮বি খোয়াই--- মোহনপুর--- আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ।করেন।ফলে কয়েক ঘন্টার জন্য এই সড়কে মারাত্মক যানজটের সৃষ্টি হয়।পদ্মবিলের নাগর সর্দার পাড়া স্কুলের সামনে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করে চলে অবরোধ কর্মসূচি।ফলে সড়কের দুই দিক দিয়ে আটকে পড়ে যাত্রীবাহী শত শত ছোট বড় যানবাহন।দুর্ভোগ চরমে উঠে যাত্রী সাধারণ্যের।

অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা নিজেই।এসময় সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় ক্ষোভের সাথে বিধায়ক জানান, জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের কোন সরকারী কর্মসূচী বা কোন সরকারী অনুষ্ঠানে ভুলেও ডাক পড়ে না উনার। কোন সরকারী দপ্তরের কোন অনুষ্ঠানেই তিনি ডাক পাননা।এমনকি তার নিজের বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত পদ্মবিল ব্লকের কোন কাজেই ব্লকের বিডিও তাকে ডাকেন না। ঘটনায় গোটা মহকুমায় মিশ্র ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিভা বিকাশে যুব উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলা প্রশাসন, গোমতী জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয় এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে গোমতী জেলাভিত্তিক যুব উৎসব ও বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্থমী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমী বলেন, খেলাধুলা, শিল্প, সংস্কৃতি ও মহিলাদের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। আজকের দিনে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। এখন সমাজে মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই। আমাদের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ণ চলছে। তিনি বলেন, সরকারি কলেজে পড়াশুনার জন্য মেয়েদের এখন আর টাকা দিতে হয় না। সরকার মেয়েদের বিনামূল্যে সরকারি কলেজে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরও বলেন, যুবক যুবতীদের প্রতিভা বিকাশে যুব উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের যুবারা আগামী দিন দেশ পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করবে। যুবক যুবতীদের সকল ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা তুলে ধরার জন্য প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ কর্মসূচি চলছে। তিনি সকলকে এই সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবল দেবরায় বলেন, সমাজের সার্বিক বিকাশের জন্য সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ জরুরী। তাই সরকার মেয়েদের বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। তার মধ্যে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন অন্যতম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার, অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা। উল্লেখ্য, আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ সেবামূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য গোমতী জেলার ১১১ জন মেধাবী ছাত্রী, স্বাস্থ্যকর্মী, মহিলা খেলোয়াড়দের হাতে প্রাইজমানি এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ।

নিজ ঘরেই অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১ ডিসেম্বর।। নিজ ঘরেই দুষ্কৃতীদের হাতে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এক দিনমজুর ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠে এলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনা কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত সর্বং এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম হালাধর দাস। অভিযোগ হালাধর দাসের স্ত্রী তার সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে বেড়াতে গেলে হালাধর দাসের বাড়ির নির্জনতার সুযোগে পূর্বের শত্রুতার জের ধরে কিছু দুর্বৃত্ত হালাধরের বাড়িতে প্রবেশ করে।তারপর হালাধরে আগুন ধরিয়ে দিলে হালাধর দাস চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। তখন দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় স্থানীয়রা হালাধরের আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ছুটে আসে হালাধরের স্ত্রী। এবং তড়িঘড়ি তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে হালাধর দাস খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে ঘটনার বিষয় জানিয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা করবে বলে জানায় হালাধর দাসের স্ত্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

রাজ্য সফরে আসছেন শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্যে আসছেন শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আসবেন তিনি। মহারাজ রাজ্যে আসছেন আগামী ৩রা ডিসেম্বর রবিবার। ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি রাজ্যের গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যাবেন। আগামী ৩ রা ডিসেম্বর তিনি আগরতলা আসবেন। ৪ ও ৫ ডিসেম্বর তিনি তেলিয়ামুড়া সফরে যাবেন। সেখান থেকে চলে যাবেন অমরপুর। ৬ -৭ ডিসেম্বর থাকবেন সেখানে। ৮ - ৯ ডিসেম্বর থাকবেন উদয়পুরে। ১০ ডিসেম্বর দুপুরবেলায় রানীরবাজার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে থাকবেন তিনি। এদিনই সন্ধাবেলা শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন।

তারপরে ১১ ডিসেম্বর যোগেন্দ্রনগর স্বর্গীয় রাখাল রায়ের বাসভবনে তিনি থাকবেন। সেখানে থেকে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর বিশালগড় থাকবেন। ১৫ ই ডিসেম্বর উপস্থিত থাকবেন শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, আগরতলায়। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে ধর্মীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে মেলাঘর। ঐ" দিন সন্ধাবেলা শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন। ১৭ই ডিসেম্বরও তিনি শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন তিনি। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর মহারাজ পুনরায় কলকাতা ফিরবেন।

উল্লেখ্য, প্রতিদিন উল্লেখিত স্থানে মহারাজ সকালে দীক্ষাদান করবেন ও সন্ধাবেলা ভাগবতী কথা পরিবেশন করবেন।

হস্ততাঁত শিল্পীদের স্বনির্ভর করতেই আয়োজনঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে ১৪ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক হস্ততাঁত ও বস্ত্র মেলা। হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প মী বিকাশ দেববর্মা মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য প্রমুখ। মেলার উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্যের হস্ততাঁত শিল্পীদের স্বনির্ভর করতেই হস্ততাঁত ও বস্ত্র মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এই মেলায় স্বসহায়ক দলগুলির উৎপাদিত পন্যও বিক্রয় হবে। এতে রাজ্যের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে। অনুষ্ঠানে সমবায় মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যভিত্তিক হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলায় ৬০টি মণ্ডপ খোলা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৩ ডিসেম্বর মেলার সমাপ্তি হবে।

পাইখোলায় সুশাসন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ ডিসেম্বর।। আজ ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের পশ্চিম পাইখোলা পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রতি ঘরে সুশাসন মেলা ২.০ সুচনা হয়, আজ বিকেল পাঁচটায় ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পশ্চিম পাইখোলা, পশ্চিম পাইখোলা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত হয় প্রতি ঘরে সুশাসন মেলা ২.০ ,এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই চরন মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিরা,এই দিনের আয়োজিত মেলায় প্রানী সম্পদ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, কৃষি দপ্তরের সহ আরো অন্যান্য দপ্তরের স্টল খোলা হয়, এই স্টল গুলো থেকে এলকার প্রানী পালক, কৃষক থেকে শুরু করে এলাকার জনগণ বুঝতে ও জানতে পারবে কি কি উপায়ে প্রানী পালন করা যায়, কোন কোন মরশুমে কি কি ফসল ফলানো যায়, কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সেই সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আগামী ৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড এর উদ্যোগে বইমেলা শিশু উদ্যানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড এর উদ্যোগে ষোলোতম পুস্তক মেলায় শুরু হচ্ছে আগরতলা শিশু উদ্যানে। ষোলতম এই পুস্তকমেলার উদ্বোধন হবে ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পাঁচটায়। চলবে ১৭ ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা দেড়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ছুটির দিনে মেলা খোলা থাকবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। এছাড়াও পুস্তকমেলার মঞ্চে গিল্ডের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ, কবি সম্মেলন, আলোচনাসভা, বিতর্ক, শ্রুতিনাটক ইত্যাদি সহ প্রতিদিন থাকবে নানা আকর্ষক ও মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো আগরতলা পুস্তকমেলা"র আয়োজন করেছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। ২০১৯ পর্যন্ত টানা পনেরো বছর এই মেলার আয়োজন হয়েছে শহরে। ২০২০-২০২২ কোরোনাজনিত পরিস্থিতির কারণে টানা তিন বছর এই পুস্তকমেলা বন্ধ ছিল। এ বছর আবার সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রতি বছর যে "দীপানি বৈদ্য খাসনবীশ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়, পুস্তকমেলায় আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে এবারও তা দেওয়া হবে। ২০২৩-এ গিল্ডের এই পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের বরিষ্ঠতম সাহিত্যিক তথা কথাশিল্পী সুবিমল রায়। আগামী ১১ ডিসেম্বর এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

রাজ্য জুড়ে পালিত বিশ্ব এইডস দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া/ কাঞ্চনপুর/ কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিন গণ্ডছাড়া মহকুমাতেও এইডস দিবস উপলক্ষ্যে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বএইডস দিবস উপলক্ষে গন্ডাছড়া মহকুমার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর এনএসএস ইউনিটির উদ্যোগে এবং গণ্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর এর উদ্যোগে এক বিশাল রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই রেলীটি গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মহকুমার বাজার পরিক্রমা করে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এসে সমাপ্ত হয়।

এই রেলির মাধ্যমে এদিন এইডসকে ঘিরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত হলে কুসংস্কারের আবরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে প্রত্যেককে।

এদিকে, বিশ্ব এইডস দিবসকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে এইডস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে কাঞ্চনপুরে।

উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের সকল কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব এইডস দিবসকে কেন্দ্র করে এইডস কন্টোল সোসাইটি, এনজিও, লিংক ওয়ার্কার সোশ্যাল ইকোনমি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আশা কর্মী, আসা ফেসিলেটর সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার সহযোগিতায় এইডস মুক্ত করার লক্ষ্যে শুক্রবার সকালে কাঞ্চনপুর শহরের অলিগলি পরিক্রমা করে কাঞ্চনপুরবাসীদের উদ্দেশ্যে এক সচেতনমূলক বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন তারা।

পরিক্রমা পর্ব শেষ করে হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আশা কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সুচি চাকমা, ল্যাব টেকনাশিয়ান দিরাজ কান্ত দাস, হরজিত ঘোষ, আশা ম্যানেজার উমা পাল সহ হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা।

অন্যদিকে, আজ বিশ্ব এইডস দিবস। এ উপলক্ষে আজ প্রতি বছরের ন্যায় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক অ্যাওয়ারনেস রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে কৈলাসহরে।

এই অ্যাওয়ারনেস রেলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজ্যে এইডস সংক্রমণ রুখতে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা বর্তমানে ঊনকোটি জেলায় বিগত বছরগুলির তুলনায় এ বছর এইডস সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।বিশেষ করে শিরা পথে মাদকদ্রব্য সেবন করার ফলে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

এইডস সংক্রমণ তাই জন সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আজকের এই এওয়ারনেস রেলি করা হয়। আজকের এই অ্যাওয়ারনেস রেলিটি কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়। কৈলাসহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালের সামনে এসে মিলিত হয়। আজকের এই রেলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন চীফ মেডিকেল অফিসার শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, ডক্টর সন্দীপন ভট্টাচার্যী থেকে শুরু করে আরো অনেকে। আজকের এই রেলিতে কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা থেকে শুরু করে আশা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

জম্পুইজলায় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ডিসেম্বর।। শুক্রবার ঠেলাকুঙ স্কুল মাঠে জম্পুইজলা ব্লক ভিত্তিক বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক তথা জম্পুইজলা বি এ সি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিডিও কমল দেববর্মা প্রমুখ। প্রতিটি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্প গুলো সাধারণ মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে এই কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বেনিফিসিয়ারীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ঋণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দেয়া হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার জনজাতিদের কল্যাণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের আর্থসামাজিক বিকাশে কাজ করছে সরকার। একসময় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য মিটিং মিছিলে হাঁটতে হতো। নেতাদের দুয়ারে ঘুরতে হতো। আজ সরকার পৌঁছে যাচ্ছে জনতার দুয়ারে। বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন একসময় রাজনীতির রঙ দেখে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বন্টন করা হতো। আজ কে কোন দলের সমর্থক তা বিচার করা হয়না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিতে অন্তিম ব্যাক্তির কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।